সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

আশা করি শরতের এ সুন্দর সময়ে আপনারা সবাই ভাল আছেন। কিছুদিন আগে আমরা এক পবিত্র মাসে জীবনযাপন করেছি। রমজান যেমন সিয়াম সাধনার মাস, তেমনি আনন্দেরও মাস। রমজানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমরা আসলে তাকওয়ার চর্চা করে থাকি। কিন্তু তাকওয়া চর্চার বিষয়টি শুধু রমজান মাসেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাকওয়ার চেতনা সারা বছরই অব্যাহত থাকার কথা। তবে আমাদের সবার জীবনে কাঙ্খিক্ষত এই চেতনা লক্ষ্য করা যায় না। অনেকে কোন কোন ক্ষেত্রে তাকওয়ার আলোয় পথ চললেও অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায় আবার ব্যতিক্রম । এর জন্য একদিকে যেমন আমাদের অসচেতনতা দায়ী, তেমনি রয়েছে শয়তানের চ্যালেঞ্জ । আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন আমরা তাকওয়া তথা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা সম্পর্কে গাফেল থাকি তখনই শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করে, করে পথভ্রষ্ট । তাই মাহে রমজানের চেতনা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে সারাটি বছরই। তাহলে হয়তো আমরা শয়তানের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে হতে পারব বিজয়ী।

প্রিয় পাঠক, আপনারা অনেকেই হয়তো অবগত আছেন যে, ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হয়ে থাকে ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। একটি দিবস যখন বিশ্বব্যাপী পালিত হয় তখন সহজেই ঐ দিবসটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাক্ষরতার সাথে অক্ষরজ্ঞানের সম্পর্ক আছে, তবে জ্ঞানের অভিযাত্রা অনন্ত , এর যেন শেষ নেই। তাইতো আমরা বলি, দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হয় জ্ঞানের চর্চা । ইসলামে জ্ঞান চর্চাকে দেয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব । মহানবী স. প্রত ্যেকমুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জনকে ফরজ বলে অভিহিত করেছেন। আজকে আমরা যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের আকাক্সক্ষা প্রকাশ করছি, আলোকিত সমাজের কথা বলছি, তা কিন্তু জ্ঞান চর্চা ছাড়া সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে এ বিষয়টি আবারো আমাদের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে আজকের চিঠি এখানেই শেষ করছি।

কোরআনের আলো

❖ আল্লাহ কেবল শিরকের (অংশিদারী) পাপই মাফ করেন না। এছাড়া আর যত পাপ আছে তা- যার জন্যে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করল সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল। : সূরা আন নিসা : ৪৮

❖ আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন। আর আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করেন। অতএব, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর। সূরা আল আহযাব : ৫৬

❖ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। সূরা আল বাকারাহ : ২৭৯

হাদীসের বাণী

❖ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যদি তা কবুল না করে, তবে সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীকরলো । আর যে বিনা দাওয়াতে প্রবেশ করলো সে চোর হয়ে প্রবেশ করলো এবং ডাকাত হয়ে বের হলো । - আবু দাউদ

❖ আবু সা'লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে তারা, যাদের চরিত্র সর্বসুন্দর সর্বোত্তম। আর আমার নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হবে তারা, তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট চরিত্রের , যাদের মুখে কথার খৈ ফোটে , যারা মুখ বাঁকিয়ে গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলে। - বায়হাকী : মেশকাত

❖ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুঃখ-কষ্টে তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। হ্যাঁ চরম অবস্থায় পৌঁছে যদি তার কিছু বলতেই হয়, তবে সে যেনো বলেঃ হে আল্লাহ ! আমাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর তখন আমাকে মৃত্যু দিও, যখন মৃত্যুবরণ করা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে। - বুখারী

চিন্তাধারা

সাক্ষরতা : নারী ও বয়স্ক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

শায়খ আবু ইউসুফ

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ তার আত্মসচেতনতা যা অন্য জীবের নেই। আর আত্মসচেতনতার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তার পরবর্তী বছর থেকে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে দিনটি। বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিসরে সাক্ষরতা শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৯০১ সালে লোক গণনার অফিসিয়াল নথিপত্রে। শুরুতে নিজের নাম লিখতে যে কয়টি বর্ণমালা প্রয়োজন তা জানলেই তাকে স্বাক্ষর বলা হতো। কিন্তু যুগের উন্নতির সাথে সাথে আমাদের শিক্ষাক্রমেও লেগেছে প্রভুত উন্নতির ছোঁয়া। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে সাক্ষরতার পরিধি। বর্তমানে এ সাক্ষরতার সঙ্গে যোগ হয়েছে যোগাযোগ , ক্ষমতায়ন , প্র তিরক্ষা ও সাংগঠনিক দক্ষতা।

সাক্ষরতা একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে দেশে সাক্ষরতার হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত এবং সে দেশের লোক তত বেশি সচেতন। কাজেই সাক্ষরতা ও উন্নয়ন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা ছাড়া সাক্ষরতা সম্ভব নয়। তাই সাক্ষ রতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শিক্ষার বিষয়টিও চলে আসে।

ইসলামে সাক্ষরতার গুরুত্ব

ইসলামে সাক্ষরতা , শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জনকে ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয" [সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নম্বর : ২২৪]।

ইবাদাতের ফযীলতের চেয়ে ইল্ম অর্জনের ফযীলত অনেক বেশি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "ইবাদাতের ফযীলতের চেয়ে ইলমের ফযীলত অধিক উত্তম " [মুসতাদরাক হাকিম : ১৭১]। ইলম শিক্ষ াকরার জন্য যে কোনো কষ্ট করাও ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যদি কেউ ইল্ম

শিক্ষার মানসে কোনো পথে চলে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ফিরিশতাগণ ইলম শিক্ষার্থীর এ কর্মের প্রতি রাজি হয়ে তাদের পাখনাগুলো বিছিয়ে দেন। জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য আসমান ও যমীনেরসকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারকারাজির ওপর চাঁদের যেমন মর্যাদা ইল্ম , ইবাদাতকারীর ওপর আলিম (জ্ঞান অর্জনকারী)-এর তেমনই মর্যাদা । আলিমরাই হচ্ছে নবীদের উত্তরাধিকারী । সুনান আবু দাউদ : ৩৬৪১।

জ্ঞানার্জনে র জন্য সাক্ষরতা বা অক্ষরজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবমূখী মাধ্যম। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য অক্ষরজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ 'কলম' বা অক্ষর জ্ঞানকে জ্ঞানের মূল বাহন হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি ঘোষণা দেন, "আর তোমার রব মহিমানি¦ত। যিনি কলমের সাহয্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না"। [সূরা আলাক, আয়াত ঃ৩-৫] এখানে বলা হয়েছে, 'কলম' তথা অক্ষরজ্ঞানের সাহায্যে মানবজাতিকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ স. সাক্ষরতা ও শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। বদরের যুদ্ধে কিছু কাফির যোদ্ধা বন্দী শিশু-কিশোরদের লেখা পড়া শেখানোর বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য

ইসলামী বিধান অনুযায়ী শিক্ষার মূলনীতি হবে প্রতিপালকের নামে এবং আমাদের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জিত জ্ঞানকে মানুষসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টির কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। কোনো প্রকার অকল্যাণ ও অশান্তির কাজে যাতে অর্জিত জ্ঞ ানব্যবহৃত না হয়, সেদিকে আমাদের একান্তভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষাক্রমে পর্যাপ্ত উন্নতি সাধিত হলেও স্বাধীন মুসলিম জাতিসত্বা হিসেবে সত্যিকার শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এর প্রধান কারণ হলো আখিরাতমুখী কল্যাণকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু দুনিয়ামুখী কল্যাণকেই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারন

করছি। অথচ এর বিপরীত মেরুতে আমরা যদি রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবাদের যুগে তাকাই তাহলে দেখবো যে, তখন সীমিত শিক্ষাপোকরণ ও সুযোগ -সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা শতভাগ সফলতা লাভ করেছিল। কারণ তাদের চিন্তা -চেতনা, কামনা-বাসনা, ধ্যা ন-ধারণা ছিল সম্পূর্ণ আখিরাতমূখী। তারা আখিরাতকে উদ্দেশ্য করে শিক্ষা লাভ করতেন, এতে যদি ইহলৌকিক কিছু অর্জিত হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তারা সবসময় এই ভেবে তটস্থ থাকতেন-আখিরাতে কিভাবে আল্লাহর কাছে আমি নাজাত পাবো । আমরা যদি শিক্ষার এ ধারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থির করে রাসূলুল্লাহ স.-এর অনুসরণে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম আজো তৈরি করতে পারি তাহলে এখনও শতভাগ সফলতা লাভ করা সম্ভব ।

নারী-পুরুষ সকলের জন্য সাক্ষরতার গুরুত্ব

মানবজাতির অর্ধাংশ নারী জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। নারী ও পুরুষের সমন¦য়ে গঠিত দ্বি -চক্র এ মানবসমাজের এক চাকা দুর্বল হলে তার গতি শ্লথ হতে বাধ্য। নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এদেরও যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাই ইসলামী শরীয়ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণকে আবশ্যক করেছে। কারণ আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে পুরুষরা যেমন দায়িত্বপ্রাপ্ত নারীরাও তেমনি দায়িত্বপ্রাপ্তা । সুতরাং শরীয়তের বিধানগুলো পালন করতে তাদেরকেও নিয়মাবলী জানতে হবে। আর নিয়মাবলী জানার জন্য সাক্ষরতা ও জ্ঞানার্জন জরুরী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তির নিকট কোন দাসী আছে, অতঃপর সে তাকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিতা করালো এবং উত্তম আদব শিক্ষা দিল, তারপর তাকে আযাদ ও বিবাহ করলো , তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ৫০৮৩]

দাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে যখন হাদীসে এ ধরণের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেখানে স্বাধীনা নারীদের ব্যাপারে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তার গুরুত্ব বর্ণনার অবকাশ রাখে না। তবে এক্ষেত্রে উভয়কে শরীয়া বিরোধী সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন- পর্দা না করা অথবা অশ্লীল শিক্ষা , কূটতর্ক ও সাহিত্য -অপসংস্কৃতি ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া।

হাদীস থেকে আরো প্র মাণ পাওয়া যায় যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে অনেক মহিলা সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিভিন্ন মাস'আলা জিজ্ঞাসা করতেন। মূলত তারা তা জ্ঞানার্জনের জন্যই করতেন। উম্মুল মু'মিনীন ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু ‘আনহা বলেন, “বুদ্ধিমতী নারী হলেন আনসারের নারীরা দ্বীনের ব্যু পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে লজ্জা তাদেরকে বাধা দিত না”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ১৩০]

নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

নারী-শিক্ষার উপর জাতি ও দেশের ভবিষ্যত অনেকাংশে নির্ভরশীল । সন্তানের লালন-পালন, আদর-যতœ, এবং শিক্ষা -দীক্ষার গুরুদায়িত্ব মাতার উপর। মাতার উপর যখন সন্তানের শিক্ষা নির্ভর করে, তখন সে মায়েরও সুশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ মাতা শিক্ষিত হলে সন্তান অবশ্যই শিক্ষিত হবে। তাই নেপোলিয়ন বলেছিলেন, “আমাকে একটি সুশিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদিগকে একটি সুশিক্ষিত জাতি উপহার দিব”।

গৃহস্থালির দিক থেকে দেখতে গেলেও নারী-শিক্ষার যথেষ্ট আবশ্যকতা রয়েছে। অসুখ-বিসুখ পুত্র -কন্যাদের স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সেবা-শুশ্রুষা , সংসারের প্রাত্যহিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি অসংখ্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে শিক্ষিতা মাতার উপযোগিতা পদে পদে প্রমাণিত হয়। শিক্ষিতা নারীর হাতে যদি সংসারের ভার ন্যস্ত থাকে তাহলে সংসারের উন্নতি হবেই ইনশা আল্লাহ ।

সুতরাং নারীদেরকে বিদূষী রমণী হিসেবে গড়ে তোলা তথা দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কল্যাণের লক্ষ্যে আমাদের নারী সমাজকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা আমাদের কর্তব্য ।

বয়স্ক শিক্ষা , অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদানে ধর্মীয় অবদান

বাংলাদেশে ৮৫ হাজার গ্রাম রয়েছে। মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ গ্রামে বাস করে। ছোটবেলা থেকেই তারা স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে কাজে খাটতে অভ্যস্ত হয়েছে। তাই পল্লী গ্রামে বয়স্ক ব্যক্তিরা অশিক্ষিত রয়ে গেছে। অদৃষ্টের উপরই তারা নির্ভরশীল । তারা শিশুদের স্কুলে দেয়ার পরিবর্তে মাঠের কাজে লাগাতে অধিক আগ্রহী । তাই বয়স্ক শিক্ষা অধিক প্রয়োজন ।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য এক একটি নির্দিষ্ট গ্রামকে একক ধরে কাজ করতে হবে। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে উ সাহী ও কর্মকুশল কর্মীর । কর্মীর প্রধান দায়িত্ব হবে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করে গ্রামের লোকজনকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

বয়স্ক শিক্ষার্থীকে কোনক্রমেই বুঝতে দেয়া যাবে না যে, সে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা হীন। বরং তাকে এ ধারণা দিতে হবে যে, সে অন্য দশজনের মত হতে পারে এবং তার মধ্যে শিক্ষা লাভের সমস্ত ক্ষমতাই আছে।

বয়স্ক শিক্ষার প্রতি ইসলামের রয়েছে পূর্ণ সমর্থন । আল্লাহর হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সর্বশ্রেণীর লোকদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইবনু জাবল রাদিআল্লাহু ‘আনহুকে ইয়ামনে প্রেরণ করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আহলু সুফ্ফাহ নামে প্রায় ৭০ জন সাহাবীর একটি দল ছিল যাদের অধিকাংশই ছিলেন বয়স্ক । তারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য অপেক্ষা করতেন। হাদীস শরীফে এসেছে, উবাদা ইবন সামিত বলেন, “আমি আহলে সুফ্ফার কিছু লোককে কিতাব এবং কুরআন শিক্ষা দিয়েছি”। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নম্বর : ৩৪১৮]

বয়স্ক হওয়ায় লজ্জার কারণে শিক্ষা ত্যাগ করা ইসলাম সমর্থিত নয়। হাদীস শরীফে এসেছে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে লজ্জা করতে নেই। এমনকি মহিলা সাহাবীরা লজ্জাকে উপেক্ষা করে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিভিন্ন মাস'আলা জেনে নিতেন।

তবে বয়স্কদের তাদের শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ সময় গ্রামের জনসংখ্যার এক ব্যাপক অংশ বেকার থাকে। মাঠে ছয় মাসের বেশি কাজ থাকে না। সাধারণত দেখা যায়, গ্রামের লোকেরা তাদের অবসর সময়টা অতিবাহিত করার জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থান বেছে নেয়। বয়স্ক শিক্ষা সম্প্রসারণ করার লক্ষে এমন স্থান বেছে নেয়া যায়।

প্র াইমারীশিক্ষার জন্য যেমন সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন সেরূপ সম্প্রতি বয়স্কদের শিক্ষার জন্যও কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এ কর্মসূচির শুরু গ্রাম থেকে। প্রাইমারী শিক্ষার ফল আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে; কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষার ফল সাথে সাথে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে বহু স্থানে স্থা নীয় শিক্ষিত তরুণদের উ সাহ উদ্দীপনায় গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের পরিচালকগণ আন্তরিক হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বেশি সময় লাগার কথা নয়। প্রত্যেক স্কুল , কলেজ তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষ 'নৈশ বিদ্যালয় ' হিসেবে চিহ্নিত করে রোস্টার পালাক্রমে স্ক ুলত্যাগী শ্রমজীবী কিশোর -কিশোরী ও অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। 'ঊধপয ড়হব ঃবধপযড়হব'- এই শ্লোগানটিও একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা যায়। যাতে প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ তার প্রতিবেশী একজন নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দান করে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন।

সরকারি পরিকল্পনা মোতাবেক মসজিদের ইমাম বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবেন গ্রামের জনসাধারণ।
আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করি এবং এ ব্যাপারে যাবতীয় কার্যক্রম সচেতনতার সাথে পরিচালনাকরি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!!

লেখক : খতীব, নূরানী জামে মসজিদ, মিরপুর, ঢাকা

প্রিয় কবিতা

মাটির প্রচ্ছদে সবুজের পতাকা
মনসুর আজিজ

মাটির প্রচ্ছদে এঁকে দিয়েছি সবুজের পতাকা
বাতাসের পেটে দোল খায় কৃষকের প্রাণ
রঙিন স্বপ্ন দোলা দেয় আকাশের চোখে
ধানের ভিতর নিঃশ্বাস বেঁচে থাকে

হালাকুর আঙুলগুলো লাঙলের ধারালো ফলা ছুঁয়ে যায়
ক্লাইভের জিভ শুষে নেয় ভাটি বাংলার পলি ভরা মাটি
সোনালি বীজের কার্নেল চিবিয়ে খায়
বিশ্বব্যাংকের মাথা মোটা কৃষিবিদ
এলেম ফেরি করে ফতুর করে নিরন্ন চাষির জীবন।

এখন বীজগুলো হাইব্রিড হয়ে যায়
বেনিয়ার জিভগুলো হাইব্রিড হয়ে যায়
খাদ্যের দামগুলো হাইব্রিড হয়ে যায়
ভারতীয় পণ্যের বাজার হাইব্রিড হতে হতে
স্বর্ণলতার মতো পেচিয়ে ধরে আমাদের গ্রীবা
শুধু পকেটের কড়িগুলো হাইব্রিড হয় না কারোর ।

এক মুঠো বীজ দাও প্রভু । আউশ আর আমনের
মাঠ জুড়ে হেমন্ত ের বন্যা এনে দাও
আর দাও গানের স্বাধীনতা , প্রাণের স্বাধীনতা
কবিতার বুক জুড়ে শব্দের সম্ভার ।

চয়ন

রাসূলের (সা:) যুগে নারী স্বাধীনতা

মূল: আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ: মওলানা আবদুল মুনয়েম; অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী
মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

॥ ঊনত্রিশ ॥

সমাজ সেবায় মহিলাদের অংশগ্রহণঃ (বিভিন্নমুখী সামাজিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে)

বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পারস্পরিক সহযোগিতা

"হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আইমান থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমি একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি সূতি কাপড়ের একটি জামা পরিহিত ছিলেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আমার এই দাসীর দিকে তুমি তাকিয়ে দেখ, সে ঘরে এই পোশাক পরিধান করতে গর্ববোধ করে। রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আমার এই ধরনের একটি জামা ছিল। মদীনায় কোন মহিলা সাজসজ্জা করতে চাইলে লোক পাঠিয়ে আমার জামাটি ধার চাইতো । "

আগন্তুক মেহমানদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা

"হযরত ফাতিমা বিনতে কায়িস থেকে বর্ণিতঃ .... উম্মে শুরাইক একজন ধনাঢ্য আনসারী মহিলা ছিলেন। দান সাদকার ব্যাপারে তিনি খুবই উদারহস্ত ছিলেন, তাঁর বাড়িতে মেহমানের ভীড় লেগে থাকতো । " (মুসলিম)

স্ব াস্থ্য পরিচর্যা

"উম্মুল আলা থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ উসমান ইবনে মাযউন আমাদের এখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর সেবা করেছিলাম। " (বুখারী)

সমাজ সংস্কার ও তার গতিশীলতা বজায় রাখায় নারীর অংশগ্রহণ (বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে)

কাফের অধ্যুষিত সমাজ ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করা

"হযরত মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত । তাঁরা উভয়ে বলেনঃ.... মুমিন মহিলাগণ হিজরত করে এসেছিলেন। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মু'ঈত যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসেছিলেন তখন তিনি ছিলেন পরিণত বয়স্কা তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে রসূলুল্লাহ (স) কাছে এলো । কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে ফিরিয়ে দেননি। : (বুখারী)

পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা (যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ একবার আমি হাফসার গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান, তোমার পিতা (পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করেননি? আমি বললাম, তিনি এটা করতে পারেন না। তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি এটা করতে পারেন। ইবনে উমর বলেন, তারপর আমি এ ব্যাপারে আব্বার সাথে কথা বলব বলে তাঁকে প্র তিশ্র "তি দিলাম...। " (মুসলিম)

অত্যাচারী শাসককে অস্বীকার করা

"আবু নওফল থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হত্যাকাণ্ডের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর শত্র "র সাথে আমি যে আচরণ করেছি সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? জবাবে তিনি বললেনঃ 'আমি মনে করি তুমি তার পার্থিব জীবন নষ্ট করেছ আর সে তোমার পরকালীন জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেনঃ সাকীফ গোত্রে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও একজন ঘাতক রয়েছে। মিথ্যাবাদীকে আমরা দেখেছি আর ঘাতক হিসেবে তোকে ছাড়া আর কাউকে দেখি না। আবু নওফল বলেনঃ এরপর হাজ্জাজ তাঁর কথার প্রতিবাদ না করে সেখান থেকে উঠে গেল। " (মুসলিম)

সামরিক অভিযানে নারীর অংশগ্রহণ (নারীর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজের মাধ্যমে)

খাদ্য সরবরাহ, সেবা-শুশ্র ষা ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন

“রবী বিনতে মু'আউয়ায (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আমরা যুদ্ধে যেতাম। সেখানে যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো , সেবা-শুশ্র ষা করা এবং যুদ্ধে হতাহতদের মদীনায় ফিরিয়ে আনার কাজই আমরা করতাম। : (বুখারী)

“হযরত উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি পুরুষদের বাহনের পিছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম। আর আহতদের ও রুগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম। ” (মুসলিম)

পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে এমন সব বৃত্তিমূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ

কৃষিকাজে ভূমিকা

“হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, হ্যাঁ , তুমি তোমার খেজুর কাটতে পার। তুমি তো ঐগুলো অবশ্যই দান করবে অথবা ভাল কাজে ব্যবহার করবে। ” (মুসলিম)

পশুচারণে তাদের ভূমিকা

“হযরত সা'দ ইবনে মু'আয থেকে বর্ণিত । কা'ব ইবনে মালিকের এক দাসী মদীনার সালা পাহাড়ে ছাগল চরাত। একদিন একটি বকরি অসুস্থ হলে সে তাকে ধরে পাথর দিয়ে যবেহ করল। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন। ” (বুখারী)

রোগীর সেবায় ভূমিকা

“হযরত আয়েশা (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেনঃ সা'দ ইবনে মু'আয খন্দকের দিন আহত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) কাছে থেকে সেবার সুবিধার্থে মসজিদের মধ্যেই তাঁর জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিলেন। ” (বুখারী ও মুসলিম)

হাফেয ইবনে হাজার বলেনঃ আহতদের জন্য মসজিদের কাছে স্থাপিত তাঁবুতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযকে রাখলেন এবং একজন মহিলা আহতের শুশ্র ষায় নিয়োজিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ সা'দকে উক্ত মহিলার তাঁবুতে রাখ যাতে আমি কাছে থেকে তার দেখাশুনা করতে পারি। ”

পরিবারে নারীর মর্যাদা

নেককার স্ত্রী সর্বোত্তম পার্থিব সম্পদ

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পৃথিবী একটি সম্পদ আর তার উত্তম সম্পদ হচ্ছে নেককার মহিলা। ” (মুসলিম)

স্বামী নির্বাচনের অধিকার

“হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না। ” (বুখারী ও মুসলিম) (চলবে)

ইবাদত - যিকির ও দোয়া

মাওলানা তাজুল ইসলাম

এগার

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি যিকর ও দুআর বিভাগটি। আশা করি সকলে খুব ভালোভাবে আনন্দের সাথেই পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছেন। রহমত, বরকত, মাগফিরাত, নাজাত ও জান্নাতের বার্তাবাহক পবিত্র মাসটি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। রেখে গেল আমাদের জন্য এক গুচ্ছ শিক্ষার বাণী। দীর্ঘ এক মাস সওম পালন আমাদেরকে লোভ -লালসা, কামনা-বাসনা, যৌন -আকাঙ্ক্ষা , ভোগ -বিলাস পরিহারের মাধ্যমে আত্মসংযমের শিক্ষা দিয়ে গেল। অশ্লীল , অনর্থক , ধোকা , পরনিন্দা , হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে শিক্ষা দিল সদাচারণের। অন্যের দুঃখ-কষ্ট ব্যথা -বেদনা বোঝার অনুভূতি অর্জন এবং দীর্ঘ সময় উপবাসের মাধ্যমে ক্ষুধার কি জ্বালা তা মর্মে মর্মে টের পাওয়ার মাধ্যমে প্রদান করলো সহমর্মিতার শিক্ষা । আরও প্রদান করলো পরিশ্রমী ও কর্মঠ হওয়ার শিক্ষা । কারণ সওম জড়তা, অলসতা, আরামপ্রিয়তা ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে ইফতার, মাগরিবের সালাত, রাতের খাবার, তারাবীর সালাত, তাহাজ্জুদের সালাত, সাহরীর খাবার, ফজরের সালাত, যুহরের সালাত, আসরের সালাত ইত্যাদি ইবাদাত পালনের মাধ্যমে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে তুলে। রমাযানের এ পবিত্র মাস সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি আমাদেরকে দেয় তা হলো অপকর্ম বর্জনের শিক্ষা। রমাযানের এ শিক্ষাগুলো আমাদের আমাদের ঁআঁকড়েধরতে হবে। রমাযানের পরে ইবাদাত-বন্দেগী কিছু কমে যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে ইচ্ছাকৃত পাপের পথে ফিরে যাওয়া যাবে না। তাহলে রমাযানের সকল পরিশ্রম বাতিল হয়ে যাবে। নিজের কষ্টে অর্জিত কর্ম বাতিল করে দেয়ার মতো বোকামি ও পাগলামি আর কিছুই হতে পারে না। এক মুসলিম মনীষী বলেন, "সেসব ব্যক্তিবর্গ কতই না মন্দ , যারা রমাযান ছাড়া আল্লাহকে চিনে না"। আমরা যদি মনে করি, রমাযান মাসে ইবাদাত করাই যথেষ্ট তাহলে এ ভাবনা অসঙ্গত ও ভুল। কারণ, আল্লাহ বলেন "মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর"। সূরা ১৫ হিজর, আয়াত-৯৯। নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে ইবাদাত করা মু'মিনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য । আমরা এক মাস অনেক বেশি ইবাদাত করলাম কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিলাম- এর চেয়ে আল্লাহর অধিক প্রিয় হলো , অল্প ইবাদাত করা এবং তা নিয়মিত

করা। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রা. বলেন, আল্ল াহরনিকট প্রিয় আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম হয়। সহীহ মুসলিম : ৭৮২।

আজ আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি যিকর সম্পর্কে জানবো । তা হলো , ইসতিগফার। ইসতিগফার আরবী শব্দ । এর অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। মানুষের জানা-অজানা, প্রকাশ্য -অপ্রকাশ্য ও ছোট -বড় গুনাহসমূহের জন্য আল্লাহরনিকট ক্ষমা চাওয়াই হলো ইসতিগফার।

রাসূলুল্লাহ স. প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার ইসতিগফার পড়তেন। অথচ তিনি ছিলেন নিষ্পাপ, তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহর কসম আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি। সহীহ বুখারী : ৬৩০৭। এটি এমন এক যিকর যা পড়ার জন্য অযূ বা পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন নেই। শরীর নাপাক থাকলেও এ যিকর করা যায়। বাজারে যাওয়ার পথে, অফিসে যাওয়ার পথে, স্কুলে যাওয়া-আসার পথে, যানবাহনে আরোহী অবস্থায় , বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, রান্না করা অবস্থায় ইত্যাদিতে এ যিকর করতে পারি। ইসতিগফারের সবচেয়ে সহজ বাক্য হলো 'আসতাগফিরুল্লা ' অর্থা আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আর এর সর্বোত্তম বাক্য হলো সাইয়িদুল ইসতিগফার, "আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী, ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা 'আহদিকা ওওয়া'দিকা মাসতাতা'তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বি নি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবূউ লাকা বিযামবী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা" অর্থা হে আল্লাহ ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দাহ। আমি আমার সামর্থ অনুযায়ী আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্র "তি পালন করছি। আমার কৃত সকল অন্যায় থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে দেয়া আপনার নি'আমত স্বীকার করছি এবং আমি আরো স্বীকার করছি আমার অপরাধ। কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা অপরাধ কেবল আপনিই ক্ষমা করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় এর প্রতি বিশ্বাস রেখে এটি পাঠ করবে এবং সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে ঐ দিনেই মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে রাতে এর প্রতি বিশ্বাস রেখে তা পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতবাসীর অন্তর্ভুক্ত হবে। সহীহ বুখারী : ৬৩০৬।

ইসতিগফার দ্বারা ক্ষমা লাভ হয়, বৃষ্টি বর্ষিত হয়, সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি অর্জিত হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল । তিনি তোমাদের জন্য প্রচু র বৃষ্টি প্রেরণ করবেন এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা। সূরা ৭১ নূহ, আয়াত ১০-১২। আবার এর দ্বারা ঈমানী ও দৈহিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও অতপর তার নিকট তাওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো না। সূরা ১১ হুদ, আয়াত-৫২। শুধু তাই নয়, বরং এর দ্বারা উত্তম ভোগ -উপকরণ লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, আর তো মরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার কাছে ফিরে যাও, তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ -উপকরণ দেবেন। সূরা ১১ হুদ, আয়াত-৩। এর দ্বারা কেবলমাত্র বান্দার হক ছাড়া ছোট -বড় সকল প্রকারের গুনাহ মিটে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত-৫৩। জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নের মতো জঘন্য অপরাধ করলেও তা ক্ষমা করে দেয়া হবে বলে হাদীসে সুসংবাদ এসেছে। গুনাহ মাফের পাশাপাশি তার গুনাহগুলো নেকীতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু। সূরা ২৫ ফুরকান, আয়াত-৭০।
যে কাওমের লোকেরা বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে ধ্বংস করে না। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেন না"। সূরা ৮ আনফাল, আয়াত-৩৩। জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো অন্যায় করলেও ইসতিগফার দ্বারা তা ক্ষমা হয়ে যায়। মৃতদের জন্য সর্বোত্তম উপহার হলো ইসতিগফার। মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ইসতিগফার করলে তা টনিকের মতো কাজ করে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "জান্নাতে কোনো এক ব্যক্তির মর্যাদা হঠা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। সে বলতে থাকে, কি কারণে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি

পেল। তাকে বলা হয়, তোমার অমুক ছেলের ইসতিগফারের কারণে” সুনান ইবন মাজাহ : ৩৬৬০।

বান্দার ইসতিগফারের কারণে মহান আল্লাহ সীমাহীন খুশি হন। হাদীসে তাঁর খুশির তুলনা এভাবে করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি বিশাল জনমানবশূন্য ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে থেমেছে। তার সাথে তার বাহন, যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে একটু বিশ্রাম করতে যেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার বাহন হারিয়ে গিয়েছে। মরুভূমির প্রচণ্ড রোদ ও পিপাসায় সে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে মেনে নিয়ে একসময় অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় যে তার উট পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে যে পরিমাণ খুশি হয়, কোনো পাপী বান্দা পাপ থেকে ফিরে আসলে বা তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়ে আরও বেশি আনন্দিত হন। সহীহ বুখারী : ৬৩০৮। আল্লাহ তার পাপী বান্দার ইসতিগফার ও তাওবাকে কত ভালোবাসেন ।

কারো আসমান ও পৃথিবী পরিমাণ পাপ থাকলেও ইসতিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন বলে প্রতিশ্র “তি দিয়েছেন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান ! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ততক্ষণ ক্ষমা করবো , তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান ! যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইসতিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করবো , কোনো পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান ! তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শিরক থেকে মুক্ত থাক, তা হলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা তোমাকে প্রদান করব। সুনান তিরমিযী : ৩৫৪০। আমাদের কি আগ্রহ হয় না, মহান আল্লাহর এ সুযোগগুলো লুফে নিতে।

মানব মনের স্বভাব অন্যের ভুলত্র “টি ও অন্যায়গুলো বড় করে দেখা ও নিজের অন্যায়কে খুব ছোট বা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা। মু'মিনের আত্মিক জীবন ধ্বংসের এটি অন্যতম কারণ। আমাদেরকে সদা-সর্বদা নিজের পাপের কথা চিন্তা করতে হবে এবং ছোট -বড় সকল পাপ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে পাপমুক্ত , পুত-পবিত্র ও আল্লাহর নৈকট্যের পথে এগিয়ে নিতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, মু'মিন ব্যক্তি তাঁর পাপকে খুব বড় করে দেখেন, যেন

তিনি পাহাড়ের নিচে বসে আছেন, ভয় পাচ্ছেন, যে কোনো সময় পাহাড়টি ভেঙ্গে তাঁর ওপর পড়ে যাবে। আর পাপী মানুষ তার পাপকে খুবই হালকাভাবে দেখেন, যেন একটি উড়ন্ত মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, হাত নাড়ালেই উড়ে যাবে। সহীহ বুখারী : ৬৩০৮।

আমরা যে কোনো বাক্যে ও যে কোনো ভাষায় আল্লাহর নিকটক্ষমা চাইতে পারি। এ ক্ষেত্রে ভাষা বা বাক্যের চেয়ে মনের অনুতাপ, অনুশোচনা ও আবেগ বেশি প্রয়োজনীয় । যে ভাষা ও বাক্যে ক্ষমা চাইলে মনের আবেগ ও অনুতাপ বেশি প্রকাশ পাবে সে ভাষা ও বাক্যেই ক্ষমা চাওয়া উচিত। না বুঝে আরবী বলার চেয়ে বুঝে বাংলা ভাষায় দু'আ করা উত্তম । কিন্তু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ অর্থ বুঝে হুবহু বাক্যে ব্যবহার করা আরও বেশি উত্তম ।

আবদ ইবনু বুসর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি, সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যার আমলনামায় অনেক ইসতিগফার পাওয়া যাবে। সুনান ইবন মাজাহ : ৩৮১৩। কাজেই আসুন আমরা ‘মাসিক জিজ্ঞাসা '-এর পাঠকগণ আর দেরী না করে আজ থেকে আমাদের ভাণ্ডারে ইসতিগফার পুঞ্জীভূত করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ি এবং সৌভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাই।

সাক্ষাৎকার

ইসরাইল ইরানে হামলা করার অবস্থানে নেই
সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর সালেহী

ইরানেরপররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর সালেহী তার দেশে ইসরাইলী সামরিক হামলার আশংকার কথা নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, দেশটি তেহরানের উপর হামলা করার অবস্থানে নেই। মিসরের আল আহরাম পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে দেয়া সাক্ষা কারে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, ইসরাইলের বর্তমানে যা অবস্থা তাতে দেশটি ইরানের উপর হামলা করা বা যুদ্ধ করার অবস্থানে নেই। আর ইহুদী রাষ্ট্রটির সংবাদপত্রও সেকথা নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সামরিক বিকল্প বেছে নেয়ার ইঙ্গিত একথা প্রমাণ করে যে, অন্য সকল বিকল্প ব্যর্থ হয়েছে। তবে পরিস্থিতি যাই হোকনা কেন আমরা যে কোন সম্ভাব্যতার ব্যাপারে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি ইসরাইলকে 'ক্যান্সারযুক্ত টিউমার' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, নিজের ধ্বংস ডেকে আনার জন্য দেশটি হামলার ব্যাপারে নর্তন কুর্দন করছি। তিনি মিসরীয় পত্রিকার কাছে আশা প্রকাশ করেন, তিন দশকের শীতল সম্পর্কে র পর মিসর ও ইরান স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠা করবে। তিনি মিসরকে এ অঞ্চলে যে কোন সংকটের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করেন। আলী আকবর সালেহী তার দেশের পরমাণু কর্মসূচী প্রশ্নে আলোচনা অব্যাহত রাখার উপর জোর দেন।

আলী আকবর সালেহীর জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৪ মার্চ ইরাকের কারবালায়। সে সময়ে তাদের পরিবার ব্যবসায়িক কারণে ইরাকে বসবাস করতেন। তিনি বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে ১৯৭৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি শরিফ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে সহযোগী অধ্যাপক ওপরে চ্যান্সেলর ছিলেন। এছাড়াও তিনি ইরানের বিজ্ঞান একাডেমী ও ইটালীর আন্তর্জাতিক ত্বত্তীয় পদার্থ বিদ্যা কেন্দ্রের সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামী তাকে আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা আইআইএ-তে ইরানের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং ২০০৫ পর্য ন্ত তিনি এ পদে ছিলেন। সালেহী ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও আইসি'র সহকারী মহাসচিব ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি ইরানের আনবিক শক্তি সংস্থার প্রধান হন। ২০১১ সালে ফেব্র "য়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ আলী আকবর সালেহীকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি এই পদে মনুচেহর মুত্তাকীর স্থলাভিষিক্ত হন। অজ্ঞাত কারণে মুত্তাকীকে প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ বরখাস্ত করেন। আলী আকবর সালেহী তার যোগ্যতা বলে দেশটির বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার স্ত্রীর নাম জাহরা রাদ। তার সাক্ষা কারের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো ।

প্রশ্ন : ইরানের ব্যাপারে ইসরাইলের হুমকিকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : ইসরাইল ইরানের উপর সামরিক হামলা পরিচালনা করতে পারবে না। কেননা দেশটি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো অবস্থানে নেই। এটা আমার বক্তব্য নয় ইসরাইলী সংবাদপত্রও একথাই বলছে।

প্রশ্ন : একথা কেন বলছেন, কিসের উপর ভিত্তি করে?

উত্তর : আমেরিকা ও ইসরাইলের সামরিক বিকল্পের কথা বলে নর্তন কুর্দন করার অর্থ হচ্ছে তাদের সব বিকল্পই শেষ হয়ে গেছে। তবে আমি বলবো , তারা যে পথেই যাকনা, সব সম্ভাব্যতাই মোকাবেলার প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। আমি মনে করি ইসরাইল হচ্ছে ক্যান্সারযু ক্ত একটি টিউমার- যা একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ এই ইহুদি রাষ্ট্রটিকে মানবতার জন্য বিষফোড়া উল্লেখ করে এর বিনাশ কামনা করেন। অনুরূপ কথা বলেছেন, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। তিনি পৃথিবী থেকে ইসরাইলের অস্তিত্ব মুছে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্ন : মিসরের সঙ্গে ইরানের আগামী দিনের সম্পর্ক কেমন হবে?

উত্তর : আমি আশাবাদী, তিন দশকের শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে মিসর ও ইরান সম্পর্ক পুন প্রতিষ্ঠা করবে। আমি মনে করি মিসর এ অঞ্চলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ ণ দেশ এবং আরব বিশ্বে একটি মর্যাদার আসন পেয়ে আসছে। আমি মনে করি মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও সংকটের মধ্যদিয়ে ইসলামী বিশ্বের ভবিষ্য উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। উল্লেখ করা যেতে পারে মিসরের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি সম্প্রতি ইরানে ন্যাম সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এবং ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের আভাস দিয়েছেন। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে দু'দেশের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ২০১১ সালে মিসরে বিপ্লবের পর ইরান মিসরে একজন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে। মিসরও তেহরান কূটনীতিক পাঠায়। এছাড়া মিসর সুয়েজ খাল হয়েইরানী জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয় যা মোবারকের সময় নিষিদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন : দু দেশের শিয়া সুন্নী মতভেদ কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে কি? কেননা ইরান শিয়া প্রধান আর মিসর সুন্নি প্রধান ।

উত্তর : আমাদের এই দুই মাজহাবের মধ্যে মৌলিক কোন তফা নেই। যে মতভেদ আছে তা আমেরিকা ও ইহুদীবাদীদের সৃষ্ট । আমি মনে করি মিসর ও ইরান অভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ও একই সভ্যতার ধারক। উপনিবেশবাদ গোত্রগত , ধর্মীয় ও বর্ণবাদী বৈষম্যের সৃষ্টি করছে যার

দ্বারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এটাই আরব-ইরান, শিয়া-সুন্নী বিরোধ ও উত্তেজনা জিইয়ে রাখার কারণ।

প্রশ্ন : পরমাণু কর্মসূচী প্রশ্নে আলোচনার ভবিষ্য কি?
উত্তর : পরমাণু কর্মসূচী প্রশ্নে বিশ্বশক্তির সাথে ইরান আরো আলোচনা চায়। ইস্তাম্বুলে আলোচনার কোন ইতিবাচক ফল বয়ে না আনায় আরো আলোচনা প্রয়োজন ।

প্রশ্ন : তুরস্কে আলোচনায় কোন ফল হলো না কেন?
উত্তর : আমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারবো না। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে নিতে চাইলে আরো আলোচনা প্রয়োজন । আলোচনায় ব্যর্থতা বা অচলাবস্থা কোন পক্ষেরই স্বার্থ রক্ষা করবে না। আলোচনার মধ্য দিয়েই কেবল মত পার্থক্য কমিয়ে আনা যেতে পারে। ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণের অধিকারের বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া উচিত। আমরা বলে আসছি ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে না- এটা শুধু বেসামরিক জ্বালানী সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

প্রশ্ন : আপনারা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়ার কথা বলছেন।
উত্তর : ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করতে চায়না। কেননা এটা উপসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ যা দিয়ে বিশ্বের মোট তেল রপ্তানীর ৪০ শতাংশ চালান পাঠানো হয়। পারস্য উপসাগর ইরান এবং এ অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য লাইফলাইন বা জীবনরেখা। আমরা যুক্তিবাদী । আমরা এই লাইফলাইন কেটে দিয়ে কারো জন্য দু:খ দুর্দশা বাড়াতে চাইনা। তবে আমাদের বাধ্য করা হলে ইরান তার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবশ্যই সম্ভব সবকিছু করবে।

অনুবাদ : ফারজানা সুলতানা জবা

নিবন্ধ

হযরত ইব্রাহিম আঃ এর দোয়া ও বাইতুল্লাহ্র শিক্ষা

জাফর আহমাদ

খানায়ে কা'বার কথা উচ্চারিত হলেই যেই নামটি খুত দ্রুত হৃদয়ের আয়নায় ভেসে আসে, তিনি হলেন মুসলিম জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম । পিতা-পুত্র মিলেই বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের এই কেন্দ্রটি পুর্ননির্মাণ করেছিলেন। লক্ষ্য - উদ্দেশ্য ছিল, এখান থেকে বিশ্ব মুসলিম শিরক উচ্ছেদের দীক্ষা নিয়ে যার তার এলাকায় শিরক উচ্ছেদের আন্দোলন গড়ে তুলবে। মানুষকে অসংখ্য মিথ্যা প্রভুর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে এক মহান প্রভু আল্লাহর দিকে নিয়ে আসবে এবং এমন একটি শিরকমুক্ত সমাজ কায়েম করবে যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বই কায়েম থাকবে। বাইতুল্লাহ নির্মাণের প্রাক্কালে হযরত ইব্রাহিম আ: তাঁর ভবিষ্যত উত্তরসূরী প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইলআ:-কে সাথে নিয়ে যেই দোয়াগুলো করেছিলেন, সেগুলোর তা পর্য অনুধাবন করা হলে আমাদের সম্মানিত কা'বার মেহমান ছাড়াও সকল মুসলিমের সমভাবে উপকারে আসবে। তাই হজ্ব গমণিচ্ছুক ও মুসলিম ভাইবোনদের অনুরাধ করবো দোয়াগুলোকে অনুধাবন করা।

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহিমদোয়া করেছিল," হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমার ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও। হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো অনেককে ভ্রষ্টতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, (হয়তো আমার সন্তানদেরকেও এরা পথভ্রষ্ট করতে পারে, তাই তাদের মধ্য থেকে) যে আমার পথে চলবে সে আমার অন্তরগত আর যে আমার বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। হে আমার রব! আমি একটি তৃণ পানিহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এনে বসবাস করিয়েছি। পরওয়ারদিগার! এটা আমি এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামায কায়েম করবে। কাজেই তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করো , হয়তো এরা শোকরগুজার হবে।

হে পরোয়ারদিগার ! তুমি জানো যা কিছু আমরা লুকাই এবং যা কিছু প্রকাশ করি। আর যথার্থই আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নেই, না পৃথিবীতেনা আকাশে"শোকর সেই আল্লাহর ,

যিনি এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো পুত্র দিয়েছেন। আসলে আমার রব নিশ্চয়ই দোয়া শোনেন । হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করো এবং আমার বংশধরদের থেকেও (এমন লোকদের উঠাও যারা এ কাজ করবে)। পরওয়ারদিগার! আমার দোয়া কবুল করো । হেপরওয়ারদিগার! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো । ” (সুরা ইবরাহিম: ৩৪-৪১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এই গৃহকে (কা'বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল গণ্য করেছিলাম এবং ইবরাহিমযেখানে ইবাদাত করার জন্য দাঁড়ায় সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থানে পরিণত করার হুকুম দিয়েছিলাম। আর ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করে বলেছিলাম, আমার এই গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখো ।

রআর এও স্মরণ করো যে, ইব্রাহি ম দোয়া করেছিলো : “হে আমার রব! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো । ” জবাবে তার রব বললেন : “আর যে মানবে না, দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দেবো। কিন্তু সব শেষে তাকে আমি জাহান্নামের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবো এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।

আর স্মরণ করো , ইব্রাহিম ও ইসমাঈল যখন এই গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তারা দোয়া করে বলেছিল :“হে আমাদের রব! আমাদের এই খিদমত কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছুজ্ঞাত । হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম (অনুগত)। আমাদের ইবাদাতের পদ্ধতি বলে দাও এবং আমাদের ভুলত্র “টি মাফ করে দাও। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী । হে আমাদের রব! এদের মধ্যে স্বয়ং এদের জাতি পরিসর থেকে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি এদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, এদেরকে কিতার ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করবেন। অবশ্যি তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানবান । ” (বাকারা:১২৫-১২৯)
এই দোয়াগুলো থেকে অনেকগুলো মৌলিক বিষয় বেরিয়ে আসে যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো মাত্র ।

১. শিরকমুক্ত জীবন যাপন করা

শিরক একটি জুলুম। শিরকের গুনাহ আল্লাহ তা'আলা কখনো মাফ করবেন না। শিরক সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এ শিরক বর্তমানে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমাদের সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় এ শিরককে পরিত্যাগ করতে হবে। শিরক মুক্ত জীবন ও সমাজ গঠন করার জন্যই হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত মুহাম্মদ স: আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। যারা আল্লাহর মেহমান হয়ে আল্লাহর ঘরের কাছে যাবেন, তাঁরা হৃদয়ের কান পেতে শুনবেন, সেখানকার আকাশ-বাতাসে শিরকের মুলো পাটনকারী এ দু'জন সংগ্রামী মানুষের দোয়া আজো গুঞ্জরিত হয়। মক্কা ও মদীনার অলি-গলি, মাঠ-ঘাট ও ধূ-ধূ মরুভূমির প্রতিটি অনুপরমানুতে এবং হজ্জের সমগ্র পরিবেশে রাসূল স: এর সংগ্রামমুখর জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মনের চক্ষু দিয়ে দেখবেন মক্কা , মদীনা ও তায়েফের রাস্তায় এখনো মানবতার দরদী নবী স: ও হযরত বেলালের লাল রক্তের কাঁচা দাগ যেন এখনো শুকায়নি। উহুদের প্রান্তরকে এখনো কাঁপিয়ে তুলে শিরক উচ্ছেদের সংগ্রামে শাহাদাত বরণকারী রাসূলের অতি প্রিয়জন ও সম্মানিত চাচাজান বীর সেনানী আমির হামজা রা:। জান্নাতুল বাকিতে দেখবেন শিরক উচ্ছেদে শত শত সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাতের নযরানার উজ্জল নিদর্শন আজো জ্বল জ্বল করছে। মিনায় কুরবানীর প্রাক্কালে চোখের সামনে নিয়ে আসবেন শিরকের মুলো পাটনকারী পিতা ও পুত্র তথা হযরত ইবরাহিম আ: ও পুত্র হযরত ইসমাইল আ:-এর ত্যাগ ও আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব নমুনার ইতিহাস। জামরায় রমী করার সময় মনে করবেন আপনি শিরকের কুমন্ত্রনাদানকারী শয়তানকেই পাথর নিক্ষেপে ক্ষত -বিক্ষত করছেন। হজ্বের মৌসুমে মহান আল্লাহর সম্মানিত মেহমানগণ তালবিয়া পাঠে বলছেন, "আমি উপস্থিত । আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। তুমি একক-কেহই তোমার শরীক নাই। " এ কথাটিকে বাস্তব জীবনে রূপায়ন করতে হবে। অন্যথায় এটি এক ধরনের মোনাফেকী আচরণ হবে।

২. মুসলিম হতে হবে

জন্মসূত্রে মুসলমান নয় বরং একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হবে, সারা জাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উ সর্গ করতে হবে, নিজেকেতার নিকট সোপর্দ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। শুধু মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করা হলো কিন্তু জীবনের বিশাল অংশকে মানুষের তৈরি আদর্শের হাতে

সোপর্দ করলে তিনি মুসলিম নন বরং একজন খাটিঁ মোনা ফিক। হজ্বে আল্লাহর ঘরের কাছে গিয়ে বলা হচ্ছে, "হে প্রভু তোমার ডাকে আমি উপস্থিত । আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার । তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই। " অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীত কার্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের দ্বিমুখী নীতি বা মুনাফেকী আচরণ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাগ করতে হবে। সত্যিকার মুসলিম হতে হবে। মুসলিম কাকে বলে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হয়, আল্লাহকে নিজের মালিক, প্রভু ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকেপুরোপুরি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে-ই মুসলিম। এ আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম 'ইসলাম' মানবজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব নবী এসেছেন এটিই ছিল তাঁদের সবার দীন ও জীবন বিধান।

৩. নামায কায়েম করা

আল্লাহর দেয়া ইবাদাতগুলোর মধ্যে নামায শ্রেষ্ট ইবাদত। কারণ মানুষ নামাযের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আপাদমস্তক অবনত করে দেয় এবং তাঁরই শাহী দরবারে গোটা অবয়বই লুটিয়ে দেয়। সৃষ্টি র সার্থকতা এখানেই পরিস্ফুট হয় বিধায় মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হয়েছে। অপর দিকে যেহেতু একমাত্র নামাযের মাধ্যমেই এর প্রতিফলন ঘটে অর্থা একমাত্র নামাযের মাধ্যমেই মানুষ তার মর্যাদার সকল প্রতীককে আল্লাহর সামনে বিনা দ্বিধায় নত করে দেয়, সে জন্য অন্যান্য ইবাদাতের তুলনায় নামায শ্রেষ্ট ইবাদাতে পরিণত হয়েছে। গোটা নামাযে মানুষ তার সকল প্রকার অহংবোধ , অযথা সব মর্যাদা , আভিজাত্য , আমিত্ব , গর্ব -অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ , মান-অভিমানকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে সারা জাহানের প্রভূ , পরম দয়ালু মনিব, সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক, পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ, ইজ্জত -অপমানের একমাত্র মালিকের সামনে মর্যাদার প্রতিক তথা মাথা, কপাল ও নাক মাটিতে লুটিয়ে দেয়। আনুগত্যের এ সুন্দর দৃশ্যটি নামায ব্যতিত অন্য কোন ইবাদাতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামের গোটা রূপটিই এখানে দৃশ্যমান হয়। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন । সেজদা হলো এ আত্মসমর্পনের বাস্তবরূপ । আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মনিব-গোলাম । মনিব-গোলামের এ সম্পর্ক বাস্তবরূপ দেখার জন্য সেজদাই হলো উপযুক্ত কর্ম । কপাল-নাক মাটিতে রেখে গোটা দেহ সম্পুর্ণরূপে সমর্পণ

করে দিয়ে গোলাম তার মহান মনিবের নিকট ধরনা দেয়ার এ সত্যিই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। উবুদিয়াতের বাস্তব প্রতিফলন বা প্রদর্শনী বা গোলাম হিসেবে বেঁচে থাকার নামই সালাত। সালাতের মধ্যে রুকু ও সেজদাই সবচেয়ে বেশী উবুদিয়াতের প্রতিফলন ঘটায়। নামাযের মাধ্যমে আনুগত্যের এ প্রশিক্ষণ ব্যক্তির সালাতের বাইরের সকল প্র কার কাজকে ইসলামের আলোকে সুসংহত করে। একজন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করে ইসলামের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করার পর পরই তার প্রথম ও প্রধান বাধ্যতামুলক কাজ হলো নামায আদায় করা। ঈমান গ্রহণের পর যে নামাযই সামনে আসবে তা তাকে আদায় করতে হবে। এ জন্য নামায কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। নামায কায়েম মানে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করা। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ আল্লাহর বান্দাহ্ হিসেবে করতে হবে। এ অনূভূতিকে বার বার জীবন্ত ও প্রানবন্ত করে তুলবে নামায।

৪. যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে

"আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত, এ কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য -সরল পথের সন্ধান পাবে। " (সুরা বাকারা: ১৮৬) যদিও আল্ল াহ্বাব্বুল আলামীনকে আমাদের বাস্তব চক্ষু দ্বারা দেখতে পাই না এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারি না, তথাপি তাঁকে দূরে মনে করা ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দার অতি নিকটেই অবস্থান করেন। প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছা করলে সব সময় তার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এতে তিনি সবকিছু শুনেন। কারণ তিনি সামিউম বাছির বা শ্রবণকারী ও মহাদ্রষ্টা । এমন কি মনে মনে যা আবেদন করা হয় তাও তিনি শুনতে পান। শুধুমাত্র শুনতে পান না বরং সে সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। মানুষ অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে যে সমস্ত অলীক, কাল্পনিক ও অক্ষম সত্তাদেরউপাস্য ও প্রভু গণ্য করে তাদের কাছে দৌড়ে যায়, অথচ তারা তার কোন আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না। এবং আবেদনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের নেই।

আল্লাহ তায়ালা বান্দাহর এত কাছাকাছি অবস্থান করেন যে, কোন প্রকার মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই বান্দাহ সরাসরি সর্বত্র ও সবসময় তাঁর কাছে আবেদন ও নিবেদন পেশ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালই একমাত্র ওহাব বা প্রকৃত দাতা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কিছু কিছু বিষয়

মনকে দারুনভাবে পীড়া দেয়। এর মধ্যে একটি হলো , কিছু কিছু মূর্খ মানুষ সেই প্রকৃত দাতা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের দরবারে সন্তান কামনা করে থাকে। খুব ভাল করে মনে রাখা প্রয়োজন এ ধরনের আচরণ সুস্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত । অথচ সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। হযরত ইবরাহিম আ: শেষ বয়সে এসে আল্লাহর কাছে বলছেন, "আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি , তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে পরোয়ারদিগার ! আমাকে একটি স কর্মশীল পুত্র সন্তান দাও। (এ দোওয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। " (সা-ফ্ফাত : ১০০-১০১) কাজেই আমাদের প্রত্যেককে অক্ষম ও বানোয়াট খোদার দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে মরার অজ্ঞতা ও মূর্খতার বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলা উচিত। একজন ব্যক্তি দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে , বস্তুগত বা অবস্তুগত যতকিছুর অভাব বা প্রয়োজন হয়, সবগুলোরই প্রকৃত দাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। বিপদে- আপদে আল্লাহর ওপর ভরসা ও বিশ্বাস রাখা উচিত। যার যা প্রয়োজন , তা মহান দাতা, মহান প্রভু , মহান তত্বাবধায়ক , মহান বন্ধু আল্লাহ তায়ালার কাছেই চাওয়া উচিত।

৫. কুরআন পড়তে হবে

আল কুরআন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের একমাত্র বার্তা । আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বশেষ বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তির সনদ। এ মহা গ্রন্থ ছাড়া মানুষের মুক্তির চিন্তাকরা একটি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান এ বিপর্যস্ত পৃথিবীটাই এর প্রধান স্বাক্ষী । সারা পৃথিবী জুড়ে মানব রচিত বা মানুষের মস্তিষ্ক তৈরি আইন ও কানুন দিয়ে শান্তি আনয়নের চেষ্টা সাধনা করা হচ্ছে । কিন্তু শান্তি তো দূরের কথা, বরং মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। আল্লাহর সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে কুরআনই একমাত্র নিশ্চিত গাইড। দৈনন্দিন জীবনে কুরআনই আমাদের শক্তিশালী মিত্র । শয়তানের বিরুদ্ধে এবং কুরআনের পথের সংগ্রামে এ কিতাব আমাদেরকে শক্তি যোগাবে । আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও আমাদের সৌভাগ্য যে, আজো অবিকৃত অবস্থায় আল-কুরআন আমাদের কাছে রয়েছে, যা অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে নাই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়নে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর সাথে জড়িত হই না। কুরআন থেকে পুরোপুরি ও সত্যিকার হেদায়াত লাভ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ অনুধাবন করা না যায়। শুধু

মাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা এবং পবিত্র গ্রন্থ , আধ্যা Íিকতারপ্রতীক , পবিত্র মুজেজা ইত্যাদি বলে চিত্তকে শান্ত করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। বরং কুরআন এসেছে মানব জীবনের আমূল পরিবর্তন করে দিতে এবং নবজীবনের দিকে পরিচালিত করতে।

৬. কুরআনের আলোকে ও রাসুলের স: পথে আত্মশুদ্ধি করতে হবে

হযরত ইবরাহিম আ: ও ইসমাঈল আ: পিতা-পুত্র মিলে মহান আল্লাহর কাছে অনাগত ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনায় যে দোয়াটি করেছিলেন তার প্রতি গভীর মনযোগ নিবদ্ধ করুন। দোয়াটি অত্যন্ত তা পর্যপুর্ণ এবং অত্যধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। মুসলিম জাতির পিতা দোয়াটিতে একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। প্রথমেই 'তোমার বাণী পড়ে শোনাবে , দ্বিতীয় , কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে, তৃতীয়, তাজকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি বা চরিত্র সংশোধন করবে। তাহলে আমরা বলতে পারি আত্মশুদ্ধির আগে আরো দু'টি ধাপ পেরিয়ে আসতে হবে। এখানে আর একটি বিষয় খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, আত্মশুদ্ধি অবশ্যই রাসূলে আকরাম স: এর দেখানো পথে হতে হবে। কারণ উল্লেখিত আয়াতে হযরত ইব্রাহিম আ: প্রথমেই বলেছেন : 'তাদের মধ্যে থেকেই এমন একজন নবী পাঠাও। ' এর মাধ্যমে এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয় যে, নবীর শিক্ষা ও দেখানো পথেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর দেয়া জ্ঞান , হিকমত ও কিতাব অনুযায়ী মানুষের চরিত্র গঠন করেছেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নবীদের নাম ধরে ধরে তাদেরকে প্রথমেই ইলম ও হিকমত শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় 'আধ্যাত্মিকতা ', 'তাক্ওয়া-মুত্তাকী ' ও 'তাজকিয়াতুন নফস' উসিলা, তাসাউফ, বেলায়েত, কাশফ ও ফয়েজ শব্দগুলোর পরিচয় এবং এগুলোর ব্যবহার নিয়ে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করা হয়। আত্মার পরিশুদ্ধির কথা শুনলে জটিল কিছু পরিভাষা ও কঠিন এক সাধনার জগত মানসপটে ভেসে উঠে। পৃথিবীর সকল ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে লোকালয়ের বাইরে নির্জন কোন স্থানে আল্লাহর দর্শন ও অতি প্রাকৃতিক কোন কিছু হাছিল করার কঠিন কসরতে লেগে যাওয়া।

আর এ দিকে সমাজ-সংস্কৃতি , রাজনীতি ও অর্থনীতি আল্লাহদ্রোহীরা নির্বিঘ্নে ভোগ করল, পৃথিবীর কতশত দুর্বল অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুরা জুলুমের শিকার হলো , সমাজ ও সভ্যতায় কী পরিমাণ বিপর্যয় সৃষ্টি হলো তাতে তার কোনই পরোয়া নাই। এ ধরনের

আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স: এর দর্শনের মাধ্যমে তিনি সমাজ ও সভ্যতার কি উপকার করবেন? বিশ্ব মুসলিমের কান্না , অসহায় শিশু, নারী ও দুর্বল বনী আদমের বুক ফাঁটা আর্তচি □ কার পৃথিবীর আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছে, অথচ তাদের কর্ণকুহরে তা পৌঁছেনা। রাতের ইথারে কান পেতে যিনি শুনতে পান না কাশ্মির , ফিলিস্তিন , আফগানিস্তান ও ইরাকের পাশবিক নির্যাতনের বলি আমার মা ও বোনের নীরব কান্না । পিতা-মাতা হারা রক্তাক্ত অনাথ শিশুটির অসহায় চাহনি যাদের বিবেকের অন্তরকে একটুও আহত করে না। তিনি আধ্যা Íিকতার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কি ধরনের সখ্যতা সৃষ্টি করতে চান তা আমাদের বুঝে আসে না। তিনি এমনই বেলায়েত হাছিল করলেন যে সবকিছু দেখেন কিন্তু অনিশেষ এক ঘোর অমানিশা পৃথিবীর মুসলিম দেশ ও জাতিকে গ্রাস করার নিমিত্তে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, তা তিনি অনুভব করতে পারেন না। কুরআন ও হাদীসের কোথাও কি এমনটি আছে যে ঝুট-ঝামেলার পৃথিবী বাদ দিয়ে একান্তে নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদাত করতে করতে কামালিয়াত হাছিল করে আল্লাহর সেফ কাষ্টড ি তে পালঙ্কে নরম বালিসে হেলান দিয়ে পান চিবুবে আর অন্যদিকে পৃথিবী গোল্লায় গেল, না কি হলো তাতে তার কিছু যায় আসে না। আমার মনে হয় সারা কুরআন খোঁজে এ ধরনের কোণাকোনি একটি পথেরও সন্ধান পাওয়া দুস্কর । আমার দৃষ্টিতে এ ধরনের আধ্যা Íিকতার কোন মূল্য নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন : "তোমাদের কি হলো , তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতীত হচ্ছে ? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু , অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও। যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। " (সুরা আন নিসা : ৭৫, ৭৬) সুতরাং আত্মশুদ্ধি হতে হবে কুরআন ও রাসূল স: এর দেখানো পথে।

উল্লেখিত দোয়াগুলো থেকে আরো অনেকগুলো মানবীয় গুণ যা প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীর মধ্যে থাকা প্রয়োজন । যারা আল্লাহর মেহমান হিসেবে তাঁর ঘরের কাছে যাবেন তাদেরকে অবশ্যই উল্লেখিত গুণগুলো নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় আপনি বার বার তালবিয়া পড়ে উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা দিলেও, আল্লাহর হাজিরা খাতায় আপনাকে অনুপস্থিতিই গণ্য করা হবে।

লেখক : প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: প্রধান কার্যালয় -ঢাকা ।

সময়ের ভাবনা

ইরানে ইসরাইলী হামলা আসন্ন !
বাশারের প্রস্থান নিয়ে আলোচনায় রাজি সিরিয়া

মতিন মাহমুদ

ইরানে হামলার ব্যাপারে ইসরাইল বহুদিন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এই হামলায় প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইরানও হামলা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। ইরান যুদ্ধ এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রসহ শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরুর পর পরই গুজব উঠেছে, দেশটিতে ইসরাইলি হামলা আসন্ন । যে কোন সময় এই হামলা হতে পারে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে পাঁচ দেশ ও জাতিসংঘের সংগে তেহরানের আলোচনা কোন অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে ইসরাইল-ইরান উত্তেজনা কমার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

মার্কিন কূটনৈতিক কর্মকর্তা রা ইরানের বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধের আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে অনেকটা হতাশ। কিন্তু দেশটিতে সামরিক হামলা চালানো হবে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক । ইরানে হামলা চালানো হলেও তার পারমাণবিক কর্মসূচি কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এতে করে দেশটির প্রতি আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের কট্টরপন্থীদের সমর্থন বাড়বে, যা তেহরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সুযোগ করে দেবে। এই ঝুঁকির কারণেই ইসরাইলের অতীত ও বর্তমানের অনেক নেতাই ইরানে সরাসরি সামরিক হামলার বিষয়টি বিবেচনা করার বিরোধী । তবে ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামলা চালানোর পক্ষে । ইসরাইলের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী রিপাবলিকান পার্টির নেতা মিট রমনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর এই অবস্থানকে সমর্থন করেন। ইরান-ইসরাইল বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের 'নিরপেক্ষ অবস্থানের ' জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামারও সমালোচনা করেন রমনি। সম্প্রতি এক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে রমনি বলেন, বন্ধুরাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতি প্রেসিডেন্ট ওবামার এই অবস্থান আমার দৃষ্টিতে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ।

চলতি মাসের শেষ দিকে পাঁচ দেশ (যুক্তরাষ্ট্র , যুক্তরাজ্য , চীন, রাশিয়া ও জার্মানি) ও জাতিসংঘের পক্ষে প্রধান আলোচক ক্যাথরিন অ্যাস্টন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির প্রতিনিধি সাইদ জালিলির সঙ্গে কথা বলে আলোচনা শুরুর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন। নতুন এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কৌশলগত বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। এই বৈঠক শীর্ষ আলোচকদে র মধ্যেও হতে পারে। পাঁচ দেশ ও জাতিসংঘ এখনো ইরানের সঙ্গে দর কষাকষি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে। এর অংশ হিসেবেই মার্কিন শীর্ষ আলোচক ওয়েন্ডি শেরম্যান গত সপ্তাহে বেইজিং, লন্ডন ও মস্কো সফর করেন। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত আমরা একমত হতে পারব। '

মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, ইরানের সঙ্গে আলোচক দেশগুলোর এখন বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে। ইরান তার ওপর থেকে সব ধরনের অবরোধ প্রত্যাহারের বিনিময়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ২০ শতাংশ স্তরে নামিয়ে আনতে রাজি। তবে আলোচক দেশগুলো এতে সন্তুষ্ট নয়। তারা তেহরানের ইউরেনিয়ামের মজুদ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে চায়। তবে বেশি চাপ দিলে ইরান আলোচনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এমনকি দেশটি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইআইএ) পরিদর্শকদের বহিস্কার করতে পারে। সে ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক রয়েছে। সব মিলিয়ে বাস্তবতা হলো , দুই পক্ষের আলোচনায় এখনো অচলাবস্থা রয়েছে। কারণ, দুই পক্ষের মতপার্থক্য প্রকট । তাই ইসরাইল একতরফাভাবে ইরানে হামলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে আশঙ্কা থাকছেই।

এদিকে ইরানে নতুন একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রেস িডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ ক্ষেপণাস্ত্রটি উদ্বোধন করেন। নতুন ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম ফাতেহ-১১০। প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ বলেন, তাঁর দেশ প্রতিরক্ষা -সামর্থ্য বাড়াতে চায়। তবে আক্রমণা Íক উদ্দেশ্য ইরানের নেই। জয় নয়, কেবল ‘আÍরক্ষার ' লক্ষ্য নিয়ে ইরানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থ াপরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া মানবতার মর্যাদা রক্ষাও ইরানের একটি উদ্দেশ্য । ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ইরনা জানায়, কয়েক সপ্তাহ আগে স্থল থেকে স্থলে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ফাতেহ-১১০ এর সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইরানে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এতে যোগ দেন। বলা যায় ইরান অত্যন্ত সফলভাবে ন্যাম সম্মেলন সম্পন্ন করতে পেরেছে। যা তাদের

ভাবমর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। এই সম্মেলনের আয়োজন ইরানের অবস্থানকে কতটা সংহত করে তা-ই এখন দেখার বিষয়।

বাশার আল আসাদের প্রস্থান নিয়ে আলোচনায় রাজি সিরিয়া

সিরিয়ায় চলমান রক্তক্ষয়ী সহিংসতা নিরসনে দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী কাদরি জামিল বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের প্রস্থানের উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য সিরীয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত রয়েছে। ' মস্কো সফরে গিয়ে সিরিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি সংবাদ সম্মে লনে এ প্রস্তাব দেন।

সিরিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রেসিডেন্ট আসাদকে পদত্যাগ করতে হবে- এমন পূর্বশর্ত জুড়ে দিয়ে কোনো আলোচনায় কাঙ্ক্ষিত সমাধানে পৌঁছানো যাবে না। ' তিনি বলেন, সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এমনকি আমরা প্রেসিডেন্ট আসাদের প্রস্থানের ব্যাপার নিয়েও আলোচনা করতে রাজি। '

তবে দামেস্কের রাজনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, প্রেসিডেন্ট আসাদ উপপ্রধানমন্ত্রী জামিলকে মস্কো পাঠিয়েছেন আগামী নভেম্বরে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করতে। ওই নির্বাচনে সব পক্ষের প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দি ¡তার অনুমতি দেওয়া হবে। এর মধ্যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আসাদও রয়েছেন। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সিরিয়ায় সরকারবিরোধী বিদ্রোহ দমনে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহৃত হলে তা হবে সীমা লংঘন। তিনি বলেন, 'আমরা যদি কোনো রাসায়নিক অস্ত্র মোতায়েন বা এর ব্যবহার দেখতে পাই, তাহলে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে। '

সাংবাদিকদের ওবামা বলেন, জীবাণু অস্ত্রের মোতায়েন বা ব্যবহার এই অঞ্চলে সহিংসতা আরও ছড়িয়ে দেবে। শুধু সিরিয়ায় নয়, ইসরাইলসহ আশপাশের দেশগুলোতেও এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এ নি্য়েযুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন । ওবামার এই হুঁশিয়ারির মাত্র এক দিনের মাথায় সিরিয়া সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে প্রেসিডেন্ট আসাদের প্রস্থানের ব্যাপারে আলোচনার ঘোষণা এল।

যদিও সিরিয়ায় একতরফা হামলা না চালাতে পশ্চিমা বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে রাশিয়া ও চীন। সিরিয়ার ওপর পশ্চিমা বিশ্ব একতরফাভাবে হামলা চালালে তা আন্তর্জাতিক আইন ও

জাতিসংঘ সনদকে লঙ্ঘন করা হবে বলে মনে করছে রাশিয়া ও চীন। রাশিয়ার কমারসান্ত পত্রিকায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, রাশিয়া বিশ্বাস করে রাসায়নিকঅস্ত্র ব্যবহারে সিরীয় কর্তৃপক্ষের কোনো অভিপ্রায় নেই। সম্প্রতি এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এদিকে কাদরি জামিলের প্রস্তাবের ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড বলেছেন, 'মস্কোর সংবাদ সম্মেলনে সিরিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন সে সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো আমরা দেখেছি। সত্যি বলতে কি, আমরা তাতে আশ্চর্য হওয়ার মতো নতুন কিছু পাইনি। সিরিয়ার বাশার আল আসাদকে সরে যেতেই হচ্ছে এটা এখন অনেকটাই স্পষ্ট । তবে কখন সেটা ঘটবে এখন সেটাই বড় প্রশ্ন ।

নবী জীবনের কথা

সিরাতে ইবনে হিশাম – মূল: ইবনে হিশাম

অনুবাদ: আকরাম ফারুক

২৪

নাদার ইবনে হারেসের বিবরণ

আবু জাহলের এসব কথা বলার পর নাদার ইবনে হারেস উঠে দাঁড়ালো । সে বললো , "হে কুরাইশ জনতা, আল্লাহর শপথ, তোমাদের ওপর এমন এক আপদ আপতিত হয়েছে যার প্রতিকারে তোমরা এখনো কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারনি। মুহাম্মাদছিল তোমাদের মধ্যে একজন তরুণ কিশোর মাত্র । সে ছিল তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ও সবচেয়ে সত্যবাদী । সে ছিল সবচেয়ে বিশ্বস্ত । প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করা মাত্রই সে নতুন জিনিস নিয়ে আবির্ভূত হলো । তখন তোমরা তাকে বললে যাদুকর। না, আল্লাহর শপথ, সে যাদুকর নয়। আমরা যাদুকরদের দেখেছি। তাদের তন্ত্রমন্ত্র ও ফুঁকও আমরা দেখেছি। তোমরা তাকে বললে জ্যোতিষী । আল্লাহর শপথ, সে জ্যোতিষী নয়। জ্যোতিষীদের মারপ্যাচ ও রংঢং আমরা অনেক শুনেছি ও দেখেছি। তোমরা বললে, সে কবি। না, আল্লাহর শপথ, সে কবিও নয়। কবিতা আমরা অনেক দেখেছি। সব রকমের কবিতা দেখেছি: সময় সংগীত থেকে সাধারণ গান পর্যন্ত সবই আমাদের জানা। তোমরা বললে, সে পাগল। কিন্তু সত্যকথা হলো , সে পাগলও নয়। আমরা পাগল দেখেছি। পাগলের কথাবার্তায় যে জড়তা, আবোল তাবোল ও ভাবাবেগ থাকে, তা তাঁর কথাবার্তায় অনুপস্থিত । হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদের অবস্থাটা খতিয়ে দেখ। আল্লাহর শপথ, তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ মুসীবত আপতিত হয়েছে। "

নাদার ইবনে হারেস ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে কুটিল ও কুচক্রী নেতাদের অন্যতম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্র "তা করাই ছিল তার কাজ। সে হীরায় কিছুকাল কাটিয়েছিলএবং সেখান থেকে পারস্যের রাজ-রাজাদের কাহিনী শিখে এসেছিলো । রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের উপাখ্যানও সে জানতো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন বৈঠকে বসে আল্লাহর বাণী শোনাতেন এবং তাঁর জাতিকে পূর্বতন জাতিগুলো কিভাবে আল্লাহর রোষের শিকার হয়ে গিয়েছে সেসব কথা উল্লেখ করে হুঁশিয়ার করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা শেষ করে উঠে যাওয়া মাত্রই সে বলতো , "হে কুরাইশগণ, আমি মুহাম্মাদের চেয়েও সুন্দর কাহিনী বলতে পারি।

এসো , আমি তোমাদেরকে তাঁর কথার চেয়ে চটকদার কথা শুনাই। ” অতঃপর সে তাদেরকে পারস্যের রাজাদের এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের উপাখ্যান শোনাতো । তারপর বলতো , “মুহাম্মাদ আমার এসব কথার চেয়ে কি সুন্দর কথা বলতে পারে?”
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলতেন, “নাদার ইবনে হারেস সম্পর্কে কুরআনে আটটি আয়াত নাযিল হয়েছে। ”
যখনই তার সামনে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখনই সে বলেঃ এগুলো তো প্রাচীনকালের উপাখ্যান !” এই আয়াতটি এবং ‘প্রাচীন কালের উপাখ্যান '-এর উল্লেখ অন্য যেসব আয়াতে হয়েছে, তা এই নাদার ইবনে হারেস সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

দুর্বল মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের অত্যাচার

যারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্ল াহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছিলো সেসব সাহাবার ওপর মুশরিকরা ভীষণ অত্যাচার চালাতে লাগলো । প্রত্যেক গোত্র তার মধ্যকার মুসলমানদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো । কোথাও বা তাদেরকে অন্তরীণ রেখে মারপিট করে, ক্ষু পিপাসায় অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে, কোথাও বা দ্বি -প্রহরের প্রচণ্ড গরমের সময় মক্কার রৌদ্রতপ্ত মরুপ্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে নির্যাতন চালাতে থাকলো । যারা দুর্বল এভাবে নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো । কেউ কেউ অসহ্য নির্যাতনের চাপে ইসলাম ত্যাগ করতো । আবার কেউ কেউ সাহায্য সমর্থন পেত এবং এভাবে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করতেন।

আবু বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত ক্রীতদাস বিলাল এক সময় বনু জুমাহ গোত্রের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বিলাল ইবনে রাবাহ। তাঁর মার নাম ছিল হামামাহ। তিনি তাদের মধ্যেই আশৈশব লালিত পালিত হয়েছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও পবিত্রা Íা মুসলিম ছিলেন। উমাইয়া ইবনে খালাপ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা ইবনে জুমাহ রৌদ্রতপ্ত দুপুরে তাঁকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে চি করে শুইয়ে দিতো । অতঃপর তাঁর বুকের ওপর একটা প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে রাখার নির্দেশ দিতো । তারপর তাকে বলতো , “মুহাম্মাদকে অস্ব ীকারক্করে লাত ও উয্যার পূজা করতে রাজী না হলে আমৃত্যু এভাবেই থাকতে হবে। ” এহেন কঠিন যন্ত্রণা ভোগের মুহূর্তেও তিনি বলতেন, “আহাদ“ আহাদ” অর্থা আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। তিনি এভাবে নির্যাতন ভোগের সময় যখন ‘আহাদ', ‘আহাদ' উচ্চারণ করতেন, তখন মাঝে মাঝে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল তাঁর কাছ দিয়ে যেতেন। বিলালের ঐ কথা শুনে

ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলও সাথে সাথে বলতেন, "আল্লাহর শপথ, হে বিলাল, সত্যই আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। " এরপর ওয়ারাকা উমাইয়া ইবনে খালাফের কাছে এবং বিলালকে নির্যাতনকারী বনী জুমাহ গোত্রের অন্যান্যদের কাছে যেয়ে বলতেন, "আল্লাহর শপথ, এই কারণে তোমরা যদি তাকে মেরে ফেল, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই পুণ্যবান মনে করবো এবং তার পদধূলি নেবো । " একদিন সেখান দিয়ে আবু বাক্র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন বিলালকে সেই একই পন্থায় নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি উমাইয়া ইবনে খালাফকে বললেন, "এই অসহায় মানুষটাকে নির্যাতন করতে তোমার কি একটুও আল্লাহর ভয় হয় না? আর কতদিন এটা চালাবে।

সে বললো , "তুমিইতো ওকে খারাপ করেছো । এখন তুমিই ওকে এ অবস্থা থেকে রেহাই দাও। "
আবু বাক্র বললেন, "আমি তাই করবো । আমার কাছে ওর চেয়েও তাগড়া ও শক্তিশালী একটা ছেলে আছে। সে তোমার ধর্মের অনুসারী। এর বদলে আমি তাকে দিয়ে দেবো । " সে বললো , "আমি রাজি। " আবু বাক্র বললেন, "আমি রাজি। সেটা তোমাকে দিলাম। " অতঃপর তিনি সেটা দিয়ে দিলেন উমাইয়াকে এবং উমাইয়ার কাছ থেকে বেলালকে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

হিজরাতের আগে আবু বাক্র বিলালসহ মোট সাতজন নওমুসলিম গোলামকে স্বাধীনকরেন। এদের মধ্যে ছিলেন আমের ইবনে ফুহাইরা, উম্মে উবাইস এবং যিননীরা। যিননীরাকে মুক্ত করার সময় তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশরা তা দেখে বললো , "ওর চোখ নষ্ট হয়েছে লাত ও উয্যার অভিশাপেই। " যিননীরা বললেন, "আল্লাহর ঘরের শপথ, ওরা মিথ্যা বলছে। লাত ও উয্যা কারো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। " পরে আল্লাহ তাঁর চোখ ভালো করে দিয়েছিলেন। (চলবে)

জুমার খুতবা

হারাম শরীফে জুমার খুতবা

বিষয়: রমাযানের পর আমাদের কী করণীয়?

খতীব: হুসাইন বিন আব্দুল আযীয আল শায়খ

প্রথম খুতবা

নিশ্চয়ই সকল প্রসংশা আল্লাহর । আমরা তাঁর প্রসংশা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং তারই কাছে সঠিক পথের দিশা চাই। আর আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নফসের ক্ষতি এবং কাজের খারাবী থেকে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে পথভ্রান্ত করেন, তাকে সঠিক পথের দিশা দানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি , আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশিদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি , আমাদের নবী মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ ! আপনি মুহাম্মাদ সা. এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ঠিক যেভাবে ভয় করা উচি , ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। [আল ইমরান : ১০২]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যাক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা করে থাক এবং আত্মীয় -স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [নিসা : ১]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে

দিবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [আল আহযাব : ৭০]

হে মুসলমানগণ! সময় অতিক্রান্ত হওয়ার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রয়েছে। দিবস-রজনীর পালা বদলে মহা সতর্কবাণী রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই দিবস-রজনীর পরিবর্তন এবং তিনি আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন; এ সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহভীরুদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। [ইউনূস : ৬]

সম্মানিত মুসলমানগণ!

মুসলমানরা তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়ে রমাযান মাস অতিবাহিত করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য সকলেই দোআ ও কান্না -কাটি করে। ফলে এর দ্বারা তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, তাদের হৃদয় আনন্দিত হয় এবং তাদের মন হয় আশাবাদি। আল্লাহ তাআলার জন্যই সকল প্রসংশা ।

হে মুসলমান ভাই!

আল্লাহর ওপর ঈমান এবং তাঁর প্রতি ভয় ও স্থায়ী আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমেই মহান সফলতা অর্জন হয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহভীতি , সৎপথ, সদ্ব্য বহার ও সৎকাজে অবিচল থাকার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সা. কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন : তুমি অবিচল থাক, যেভাবে তুমি আদেশপ্রাপ্ত । [হূদ : ১১২]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : তোমরা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি অবিচল থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। [ফুসসিলাত : ৬]

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সা. একটি অত্যন্ত মুল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশটি বর্ণিত হয়েছে সুফিয়ান সাক্বাফী রা. এর হাদীসে। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে গমন করলেন, তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনার পর আর কাউকে জিজ্ঞেস করবো না। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি বল, "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম" অতপর একথার উপর অবিচল থাক।

উপরোক্ত হাদীসটি এমন একটি উপদেশ, যাতে পরিপূর্ণ ঈমান, সঠিক ধর্ম -বিশ্বাস , স কাজ করা ও অস কাজ থেকে বিরত থাকার ওপর অবিচল থাকার কথা রয়েছে।

নিশ্চয়ই এই উপদেশ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পালনীয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : তুমি মৃত্যু আসা
পর্যন্ত তোমার পালনকর্তার ইবাদত করতে থাক। [আল হিজর : ৯৯]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : তোমরা (আল্লাহর) নিকটবর্তী হও এবং এর ওপর অবিচল থাক ও সুন্নাতের পাবন্দি কর। [মুসলিম]

হে মুসলমান ভাইগণ!

আল্লাহ তাআলা যাকে সৎকাজ ও ইবাদাত করার তাওফীক দিয়েছেন, তার কর্তব্য হল; আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আরো বেশী ভাল কাজ করা এবং তা সবসময় করতে থাকা। মুসলমানদের যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক তা হল, কথা ও কাজের মাধ্যমে সৃষ্টিজী বের সাথে সীমালঙ্ঘন না করা অথবা তাদের অর্থ -সম্পদ আত্মসাত না করা কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু না করা। কেননা সৃষ্টিজীবের হক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এটা এমন এক অপরাধ যা অত্যাচারিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া ছাড়া ক্ষমা করা হয়না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। [আল আহযাব : ৫৮]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : যে ব্যাক্তি তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে, তার উচি (মৃত্যুর পূর্বেই তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। কেননা কিয়ামত দিবসে) কোন দিনার-দিরহাম থাকবে না। থাকবে শুধু নেক আমল। যা তার থেকে অত্যাচারের পরিমাপ অনুযায়ী নেওয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে তার ভাই থেকে বদ আমলগুলো নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। [বুখারী]

জেনে রাখুন! বড় পরিতাপ বা আফসোসের বিষয় হল, নেক আমল থাকা স্বত্বেও তা কাজে না আসা। এটাই হল, প্রকৃত দারিদ্রতা । আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সা.

সাহাবাগণকে বলেন : তোমাদের মধ্যে গরীব কে? তারা বললেন : আমাদের মধ্যে গরীব হল, যার কোন সম্পদ নেই এবং কোন অর্থ নেই। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : আমার উম্মতের মধ্যে গরীব সে, যে সালাত, সাওম ও যাকাত আদায় করেছে আবার কাউকে গালি দিয়েছে অথবা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে কিংবা প্রহার করেছে, রক্তপাত করেছে বা সম্পদ আত্মসাত করেছে। অতপর সে (অত্যাচারিত ব্যাক্তি) তার নেক আমল থেকে (বদলা) নিবে এবং অপরজন তার আমল থেকে বদলা নিবে। যদি তার উপর আরোপিত দায় শোধ করার পূর্বে তার আমল শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের বদ আমলগুলো নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতপর তাকে জাহান্নামে নিপেক্ষ করা হবে। [মুসলিম]
অতএব তোমরা আল্লাহর ইবাদতে অবিচল থাক এবং তোমাদের প্রতিটি চাল-চলনে তার আদেশ বাস্তবায়ন কর। তাহলে অবশ্যই তোমর ামফলকাম হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী! তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কাজ করত, এটা তারই প্রতিফল । [আহক্বাফ : ১৪-১৫]

আমরা এতক্ষণযা আলোচনা করলাম ও শুনলাম, আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন। আমি আল্লাহর কাছে আমার, আপনাদের ও সকল মুসলমানদের জন্য গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারাও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
০৬/১০/১৪৩৩ হিজরী
অনুবাদ : সুলতান মাহমুদুর রহমান

প্রতিবেদন

মসজিদ কাউন্সিলের হাসানা মডেল

যাকাতের অর্থে স্বাবলম্বীর পথে সওদাগর হোসেন -

মোঃ সওদাগর হোসন , বয়স: ৩৮ বছর, পিতা-মৃত আঃ সামাদ, গ্রাম - বাঘুটিয়া, নবগ্রাম , মানিকগঞ্জ । ৩ বছর আগেও তিনি ছিলেন একজন হত দরিদ্র রিকশা চালক। নিজের সম্পদ বলতে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া সামান্য বসতভিটা। জন্মগতভাবেই তিনি হত দরিদ্র । পিতা মৃত্যুর পর ভাইয়ের সংসার থেকে পৃথক হওয়ার পর পেশা হিসেবে বেছে নেন রিকশাচালনা। রিকশা চালানো ছাড়া আর কোন কাজ না জানায় রিকশা চালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা তার। সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করেই চলতে থাকে ৫ জনের সংসার। অসুস্থতা , অতিবৃষ্টি , প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে একদিন রিকশা চালাতে না পারলে ধার কর্য করে বা মহাজন অথবা এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে কোন মতে দু'বেলা খেয়ে না খেয়ে সংসার চলত।

তবে মসজিদ কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হাসানা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত যাকাতের টাকায় মাত্র ২ বছরের মাথায় কপাল খুলেছে মো : সওদাগর হোসেনের । এলাকায় সওদাগর হোসেন এখন আর একজন দরিদ্র রিকশাচালক ণয় রীতিমত একজন আদর্শ কৃষক। তিনি এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী । শুধু স্বাবলম্বী বললে তাকে অনেক খাটো করা হবে। নামের সাথে তার বর্তমান পেশা ও ভাগ্যের অনেক মিল রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত ও স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে গড়তে চান সেই সাথে যাকাত দেয়ারও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

হাসানা একটি আরবী শব্দ যার বাংলা অর্থ সুন্দর। মসজিদ কাউন্সিল যাকাতের মাধমে দারিদ্র্য বিমোচনের যে বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তারই নাম হাসানা। মসজিদ কেন্দ্রিক ২৫ থেকে ৩৫টি পরিবারের সমন¦য়ে গঠিত একেকটি সমিতির নাম হাসানা গ্র “প। মানিকগঞ্জ জেলার সদর ও সাটুরিয়া উপজেলার প্রায় ১০৩১টি দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের সমন¦য়ে গঠন করা হয়েছে এ রকম ৩৩ হাসানা গ্র “প। এসব হাসানা গ্র “প নিয়ন্ত্রিত হয় চারটি হাসানা অঞ্চলের তত্বাবধানে ।

২০০৯ সালের জুন মাসে মসজিদ কাউন্সিল প্রাথমিক ভাবে বাছাই করে নবগ্রাম ইউনিয়নকে। এরপর বেইজলাইন সার্ভে ও পিআরএ পদ্ধতির মাধ্যমে বাছাই করাহয় ৩১০টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে। গঠন করাহয় ১০টি হাসানগ্র "প এবং এই ১০টি হাসানর ২নং হাসানা গ্র "পের সদস্য মোঃ সওদাগর হোসন । প্রতিটি হাসানা গ্র "পের সদস্যদেরকে ছয়টি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করা হয় এবং একজন দলনেতা নির্বাচন করা হয়। এসকল দলনেতাদের নিয়ে গঠন করা হয় ৬ সদস্য বিশিষ্ট হাসানা পরিচালনা কমিটি। প্রতিটি হাসানা গ্র "পের নামে পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং এ সকল অ্যাকাউন্ট পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হাসানা গ্র "পের সভাপতি, সেক্রেটারী ও মসজিদ কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি । হাসানার এই অ্যাকাউন্টে মসজিদ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রতি সদস্যের নামে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে তিনলক্ষ টাকা এককালীন জমা করা হয় এবং এ টাকার পূর্ণ ও সমান মালিকানা দেয়া হয়েছে সমিতির ৩০ জন সদস্যকে । হাসানার সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজনে এখান থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজন শেষে আবার তারা সমিতির একাউন্টে টাকা জমা রাখবে। মোঃ সওদাগর হোসন হাসানা গ্রুপ থেকে প্রথমে দশ হাজার টাকার বিনিয়োগ নিয়ে ৩৫ শতাংশ জমি লীজ নেয় এবং তার নিজের ৫ শতাংশ মিলিয়ে ৪০ শতাংশ জমিতে সবজী চাষ শুরু করেন সওদাগর। এর পরই চৌত্রিশ হাজার টাকায় একটি গরুর জন্য বিনিয়োগ নিয়ে মোটাতাজা করে এবং ঈদের সময় তা আঠার হাজার টাকা লাভে বিক্রি করেন। লাভের টাকায় কিনেন একটি বকনা বাছুর যা বর্তমানে গর্ভবতী এবং আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সদস্য হওয়ার পর থেকে এ যাব হাসানা থেকে চার বারে লক্ষাধিক টাকা বিনিয়োগ নিয়ে ৩টি গরু মোটা তাজাকরণে বিনিয়োগ নিয়েছেন। বর্তমানে সে দু'টি গরু প্রতিপালন করছে এবং সে আশা করছে কুরবানীর সময় গরু দু'টি প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করবে এবং খরচ বাদে চার মাসে তার পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হবে। এরই পাশাপাশি সবজী বিক্রি করে প্রতিদিন প্রায় গড়ে পাঁচশত টাকা আয় হচ্ছে । তা দিয়ে তাঁর ৫ সদস্যের সংসার চলছে ভালমতো । হাসানা গ্রুপে বাড়ছে তার সম্পদের পরিমাণ। বাড়িতে গেলেও বোঝা যায় তার পরিবারের সচ্ছলতার ছাপ। আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি সাপ্তাহিক হাসানা মিটিং ও জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র হতে মো : সওদাগর হোসেনের পরিবারের সকলেই নামাজ শিক্ষা , পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা , সামাজিক আচার ব্যবহারসহ জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও জানতে পারছেন এবং তা প্রতিপালনের চেষ্টা করছেন। তার ছেলে-মেয়েরাও নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে ।

মো : সওদাগর হোসেন জানান, আল্লাহর রহমতে এখন আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি, আমাকে এখন আর রিকশা চালাতে হয় না। আশা করছি সুস্থ থেকে কাজ করতে পারলে এবং হাসানা থেকে সহযোগীতা নিয়ে এভাবে আয় বর্ধনমূলক কাজে লাগাতে পারলে আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে আমার পরিবারটি স্বচ্ছল ও সাবলম্বী পরিবারে পরিণত হবে ইন্শাআল্লাহ । তিনি আশা করছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি নিজেও দারিদ্র্যবিমোচনে অবদান রাখতে পারবেন। মো : সওদাগর হোসেনে র মতো এলাকায় স্বাবলম্বী হচ্ছেন মো : হযরত আলী, সেলিম, ফজল, সালমা বেগমসহ আরও হাসানা গ্রুপের অনেক পরিবার।

স্থানীয় নবগ্রাম ইউপি. চেয়ারম্যান মো : নুরুল ইসলাম নুরু জানান, নবগ্রাম ইউনিয়নে মসজিদ কাউন্সিল কাজ শুরু করার পর গোটা এলাকার চিত্রই পাল্টে গেছে, যা এক কথায় অকল্পনীয় । মসজিদ কাউন্সিলের হাসানা প্রকল্প -৩ এর প্রোগ্রাম অফিসার ফয়েজ হোসেন জানান, প্রাথমিকভাবে একত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে এ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ এলাকায় সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা ৩১০টি। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যাকাত ও অনুদান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এ অর্থ । ২০০৯ সালে পাঁচ বছরের জন্য নেয়া এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাসানা প্রকল্পের মাধ্যমে যাকাত গ্রহীতারা নিজেরাই সমিতিবদ্ধ হয়ে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। তিনি বলেন মসজিদ কাউন্সিল হাসানা গ্রুপেরসদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন ও নিবিড় মনিটরিং সহ প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা দিচ্ছে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে হাসানা গ্রুপের সদস্যরাই এ প্রকল্পে কার্যক্রম চালু রাখবে এবং মসজিদ কাউন্সিল দূর থেকে তা পর্যবেক্ষণ করবে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। প্রথম পাঁচ ব সর মসজিদ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা ব্যয় মেটানো হচ্ছে এবং পাঁচ বছর শেষে তারা চাইলে মসজিদ কাউন্সিলের সহযোগিতা নিতে পারবে এবং পরিচালনা ব্যয়ভার বহন করবে হাসানা গ্রুপের সদস্যারাই। প্রত্যেকটি হাসানা গ্রুপ হয়ে উঠেছে একটি স্ব -উদ্যোগী সমবায় ব্যাংকেরন্যায় । যাকাতের টাকায় পরিচালিত হাসানা মডেল সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে কয়েক বছরের মধ্যে দারিদ্র্যবিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতী সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ ।

সংগ্রহ : কাজী নাসিরউদ্দিন , সহ-পরিচালক, মসজিদ কাউন্সিল

মুসলিম বিশ্বের খবর

পশ্চিমা অবরোধের জবাবে ইরানে ন্যাম সম্মেলন

পশ্চিমা অবরোধ এবং বিচ্ছিন্নতার জবাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে সংহতির দৃষ্টান্তস্বরূপ জোট নিরপেক্ষ (ন্যাম) ১২০টি দেশের সম্মেলনের আয়োজন করেছে ইরান। বাদবাকী বিশ্বকে যুক্তরাষ্ট্রের ইরানকে একঘরে করার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে এ সম্মেলন তারই প্রমাণ বলে মন্তব্য করেছে তেহরান। গত ২৬ আগস্ট সম্মেলনের কার্যক্রমের উদ্বোধন করে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি আকবর সালেহি বলেন, পরমাণু কর্মসূচির জন্য শাস্তিস্বরূপ ইরানের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এ সম্মেলন সংহতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরবে বলেই আশা করেন তিনি। ৩০ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনী। সপ্তাহব্যাপী এ সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনসহ ১২০টি দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা অংশগ্রহণ করেন। এর সম্মেলনের মধ্যে পশ্চিমা অবরোধের ফলে তেহরান যে এখনো বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি তাই দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে ইরান।

জার্মানির স্কুলে ইসলাম শিক্ষা

জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার তেমন কোনো জায়গা নেই। কেউ চাইলে তা নিজের উদ্যোগেই শিখতে হবে। কিন্তু এবার জার্মানির সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য নর্থ রাইন ওয়েস্ট ফালিয়া এক্ষেত্রে উদাহরণ তৈরি করল বলা যায়। স্কুলগুলোতে দিন দিন মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে। তাই প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মুসলমান বাচ্চাদের জন্য নতুন ইসলাম শিক্ষার একটি বই ছাপানো হয়েছে। ইসলামের নানা শিক্ষা ও নিয়মাবলী শেখানো হবে এই বইয়ের মাধ্যমে। সেখানের স্কুলগুলোর নতুন সেশন' শুরু হয়েছে।

এ ব্যাপারে বইটির প্রকাশক মুহানাদ খোরখিদে বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো এমন একটি বই প্রকাশ করা যা সবার জন্য হবে। আমরা চেষ্টা করেছি আধুনি বিশ্বে ইসলামী মূল্যবোধগুলো কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতে। এই বইটি ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পড়ানো হবে।

সরকারী বাধায় ঈদ উদযাপন করতে পারেননি রোহিঙ্গা মুসলমানরা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে পারেননি মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমানরা। মিয়ানমার সরকারের বাধার কারণে রোহিঙ্গা মুসলমানরা ঈদের নামাজও আদায় করতেপারেননি। দেশটির মুসলমানদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন ও নিপীড়ন চলছে, এ ঘটনা তারই নতুন প্রমাণ । স্থানীয় এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারাপ্রতি গ্রামের চেয়ারম্যানদের মাঝে একটি করে ফরম বিতরণ করেছেন এবং ওই ফরমে প্রতিটি গ্রাম থেকে কমপক্ষে ৫০ মুসল্লির নাম ও স্বাক্ষর নিয়ে সরকারী বিশেষ দফতরে বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হয়েছে। এছাড়া শিশুদের জোর করে ঘরের বাইরে এনে বিস্কুট দেয়ার নামে তাদের ঈদের খুশি দেখানোর জন্য ভিডিও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মংডুর উত্তরে নাকপুরা এলাকায় চার-পাঁচটি মসজিদে জোর করে মুসল্লিদের ঢুকিয়ে ভিডিও করা হয়েছে।

রাশিয়ার প্রথম ইসলামিক টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু

রাশিয়ার প্রথম ইসলামিক টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট পবিত্র ইদুল ফিতরের দিনে চালু হয়েছে এই টেলিভিশন। ইসলামি মূল্যবোধ ও আধ্যা Íিকতাপ্রচার করাই এএল-আরটিভি নামের এই টেলিভিশন স্টেশন খোলার উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে রুশ বার্তা সংস্থা রাই নোভস্তি । এই টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক রুস্তম আরিফদজাহনভ বলেছেন, "প্রথম দিন থেকেই একটি পাবলিক টেলিভিশন হিসেবে আমরা এই টিভি চ্যানেলের কার্যক্রম শুরু করেছি। ' ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্য ও সরকারি অনুদান নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই টেলিভিশনের তহবিল। বাশকোরতোস্তান , তাতারেস্তান এবং উত্তর ককেশাস অঞ্চলের ছয়টি রুশ প্রজাতন্ত্র এএল-আরটিভি'র সম্প্রচার অঞ্চলের আওতাভুক্ত । এএল-আরটিভি'র প্রধান সম্পাদক রুস্তম আরিফদজাহনভ ইউরো -এশিয়ান টেলিভিশন ও রেডিও সম্প্রচার একাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

ইরান-আইএইএ বৈঠক সাফল্য ছাড়াই শেষ

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় গত ২৪ আগস্ট ইরানের সঙ্গে আবারো আলোচনায় বসে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) বৈঠকে ইরানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আলী আসগর সুলতানিয়ে। অন্যদিকে আইএইএ'র প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির উপ-মহাসচিব হারম্যান নেকায়ের্টস । ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সংক্রান্ত অমীমাংসিত বিষয়গুলো

নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কিছুদিন আগে ইরান এক চিঠির মাধ্যমে অমীমাংসিত ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে বৈঠক শেষ পর্যন্ত কোন সাফল্য অর্জন ছাড়াই শেষ হয়েছে। ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে বলে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো দাবি করে আসলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। আইএইএ'র এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণ খুঁজে পায়নি। এরপরও পাশ্চাত্য ইরানের ওপর চাপ বাড়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি হামলার হুমকি দিয়ে আসছে।

সিরিয়ার সঙ্কট নিয়ে আঞ্চলিক বৈঠক চায় মিসর

সিরিয়ার সঙ্কট নিরসনের উপায় খুঁজতে সৌদি আরব, তুরস্ক ও ইরানকে নিয়ে বৈঠকে বসতে চান মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ কামেল আমর। বৈঠকের জন্য নির্ধারিত দেশগুলোর মধ্যে সিরিয়ার মিত্র ও বিরোধী উভয়পক্ষই আছে। ১৭ মাস ধরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইরত সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক মিত্র দেশ ইরান। অপরদিকে, মিসরসহ সৌদি আরব ও তুরস্ক আসাদের শাসনের অবসান চায়। চলতি মাসেরপ্রথম দিকে সৌদি আরবে ইসলামিক দেশগুলোর জোট ওআইসি'র শীর্ষ সম্মেলনে এ বৈঠকের পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন মিসরের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি। এ বিষয়ে মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আমর রোশদি বলেন, এ ধরনের একটি বৈঠক আয়োজনের সম্ভাবনা ও তার ফল নিয়ে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে বৈঠকটি কবে অনুষ্ঠিত হবে তা তিনি জানাননি।

লিবিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ

লিবিয়ায় সুফি মুসলিম সাধকদের কবর ও মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া ঠেকাতে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে সমালোচনার মুখে ২৬ আগস্ট পদত্যাগ করেছেন দেশটির স্ব রাষ্ট্রমন্ত্রী ফাওজি আবদেল আল। লিবিয়ার দুটি শহরের জিলতান ও ত্রিপোলির দুটি সুফি স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, অতি-রক্ষণশীল মুসলিম গোষ্ঠী এই হামলা চালিয়েছে। দেশটির সদ্য ক্ষমতা নেওয়া নির্বাচিত নতুন জাতীয় কংগ্রেস এক জরুরি বৈঠকে বসেন। এ সময় সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী এই ঘটনা ঠেকাতে পারেনি বলে সমালোচনা করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাওজি আবদেলের সহযোগী জিয়াদ মুফতাহ বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাওজি আবদেল আর তার বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদে অগ্রহণযোগ্য ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন।" **সংগ্রহে :আহমদ রাফিদ ফারহান**

বিজ্ঞানের খবর

ইনকিউবেটরে জন্ম নিলো ৬৫ ময়ূর ছানা

শিকার আর আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে ইতিমধ্যেই দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বর্ণিল পেখম তোলা প্রাণী ময়ূর। তবে বিলুপ্ত প্রায় এই নয়নকাড়া প্রাণীকে প্রজন্মের কাছে হাজির করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ময়ূরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ছয়টি ইনকিউবেটর স্থাপন করা হয়েছে মীরপুরের ঢাকা চিড়িয়াখানায়। গত আড়াই মাসে এই ইনকিউবেটরে ডিমের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসেছে ৬৫টি ময়ূর ছানা। প্রায় ৩০ দিন ইনকিউবেটরের তাপে ফুটে বাইরে এসেছে ছানাগুলো । গত বছর ডিম ফুটে আলোর মুখ দেখেছিলো ২৪টি ছানা। এদিকে কেবল চিড়িয়াখানায় না রেখে নতুন জন্মানো কয়েকটি ছানা পরীক্ষামূলকভাবে বনে ছেড়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাণিগবেষকরা । একই সাথে ময়ূরের জন্য চিড়িয়াখানার ছয়টি খাঁচা মোটেই পর্যাপ্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন প্রাণী কর্মকর্তা মানছুরা হাছিন। গবেষকদের দাবির মুখে আগামী বছরের মধ্যে ইনকিউবেটর বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন চিড়িয়াখানা কিউরেটর এবিএম শহীদউল্লাহ । এসময় ময়ূর নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

বাড়িতে প্রকৃতির ছোঁয়া

আমেরিকার নেভাদা অঙ্গরাজ্যের বোল্ডার শহরে দৃষ্টিনন্দন এক অট্টা লিকা গড়ে উঠেছে। যেকোনো বিনোদন কেন্দ্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এটি। নাম নেভাদা ম্যানসন । ব্যক্তিমালিকানাধীন এ অট্টালিকার কাজ শেষ করতে ৩০ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে। কী নেই এতে! নীল পানির ফোয়ারা , আগ্নেয়গিরি , অভিজাত শয়নকক্ষ , খেলার মাঠ, রুচিশীল কারুকার্য সবই রয়েছে। বারান্দাথেকে দূর পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কারো মনে ভিন্ন রকম অনুভূতি সৃষ্টি করবে। অট্টালিকার প্রতিটি জায়গা জুড়ে রুচিশীলতার চিহ্ন । দেখে মনে হবে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি। উন্নত রুচিশীলতার স্বাক্ষর নেভাদা ম্যানসনের কাজ শেষ হয়েছে ২০০৪ সালে। সাড়ে চার বিঘার জমির ওপর নয় হাজার ২৪৫ বর্গফুটের অট্টালিকাটি গড়ে উঠেছে। এতে রয়েছে নীল পানি ঝরনা ও দীর্ঘ সাঁতার কাটার ব্যবস্থা , ছয়টি শয়নকক্ষ , মার্বেল লাগানো সাতটি গোসলখানা , দুটি ফ্যামিটি কক্ষ , সুবিশাল অতিথি কক্ষ ও পরিপাটি ডাইনিং। রয়েছে একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন লিফট ও বেশ কয়েকটি কাঠের নকশা করা সিঁড়ি। বারান্দা থেকে পাহাড়ি দৃশ্য দেখে মন জুড়িয়ে যায়। মনে হয় প্রকৃতি যেন ধরা দেবে। রয়েছে নীল পানির ফোয়ারায় সাঁতার কাটার ব্যবস্থা । এর মধ্যে গোপন গর্ত , যা শিশুদের আনন্দে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে। তার পাশেই খেলার চমক কার ব্যবস্থা । টেনিসের মাঠ। শীতের সময় কক্ষগুলোর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও গা গরম করতে ম্যানসনের ভেতরে পাঁচটি কৃত্রিম

আগ্নেয়গিরির ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে একটি গ্যারেজ , যাতে পাঁচটিরও বেশি গাড়ি অনায়াসে রাখা যাবে। একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি , যা বইপ্রিয় মানুষকে আকৃষ্ট করবে। এওএল আবাসন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এটি তৈরি করেছে।

উষ্ণায়নের মোকাবেলা করবে মাছের তেল

উষ্ণায়নের মোকাবেলা করতে হলে বাতাসে মিথেন গ্যাসের আধিক্য ঘটতে দেয়া চলবে না। পরিবেশে মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়া আটকাতে দারুণ দাওয়াই বাতলেছেন ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিনের বিজ্ঞানী ডা. লোরাইন লিলিস। কদিন আগে হ্যারোগেটে সোসাইটি ফর জেনারেল মাইক্রোবায়োলজির বার্ষিক সভায় হাজির হয়ে জানিয়েছেন, মিথেন গ্যাসের হাত থেকে রেহাই পেতে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এদের প্রতিদিনের খাবারের সঙ্গে মাছের তেল খাইয়ে যান। খাবার খায় তার দুই শতাংশ পরিমাণ ফিস অয়েল খাওয়ালেই হবে। যত গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল আছে, তাদের যদি প্রতিদিন মাছের তেল খাইয়ে যেতে পারেন ফি-বছর ৯০ হাজার কোটি টন মিথেন গ্যাসের বায়ুমণ্ডলে আসা আটকানো যাবে। উল্লেখ্য , আয়তনের নিরিখে কার্বনডাই অক্সাইডের চেয়ে মিথেন গ্যাস ২০ গুণ বেশি ক্ষতি -শক্তিধর । মিথেন হলো বর্ণ ও গন্ধহীন এক প্রকারের দাহ্য গ্যাস যা খনির অভ্যন্তরে , জলাভূমিতে তৈরি হয়। সেরকম গরু-ছাগলের অন্ত্রে মিথেন উ পাদক ব্যাকটেরিয়ার কারণে পৌস্টিকনালি , পেটে, পাকস্থলিতে এই গ্যাস হয়, যা গোবর এবং বাতকর্মের মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ডা. লোরাইনি আরো জানিয়েছেন, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়াকে মাছের তেল বা ফিস অয়েল ক্যাপসুল খাওয়ালে ওদের হার্টে রক্ত সঞ্চালন বাড়বে, রক্ত সংবহন ব্যবস্থা চাঙ্গা হবে এবং মাংসের গুণ-স্বাদও বৃদ্ধি পাবে।

গুঁড়ির চক্র জানিয়ে দিচ্ছে হাজার বছরের জলবায়ু

গাছের কারণেই আমরা প্রকৃতিকে জানছি। প্রতিটা গাছের কাণ্ড কাটার পর গুঁড়ির ভেতর যে চক্র আছে তা দেখা যায়। আর এসব চক্রের ভেতরে লুকিয়ে আছে পরিবেশ ও জলবায়ুর নানা তথ্য । এমনকি দু'হাজার বছরের জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্যও । প্রতিটা গাছ বেড়ে উঠে, গুঁড়ির চক্রই সেটার প্রমাণ । প্রতিবছর গাছগুলো বাড়ে আর নতুন করে একটি চক্রের সৃষ্টি হয়। কারণ প্রতি বছর গাছের ছাল বাড়ছে। আর সেই ছালগুলো এসব চক্রের সৃষ্টি করে। চক্রগুলো দেখে বোঝা যায় তাপমাত্র সেবছর কেমন ছিল। আরো জানা যায় বৃষ্টিপাত , দাবানল কিংবা অগ্নু পাত সম্পর্কে । যেমন তাপমাত্রা বেশি হলে গাছের গুঁড়ির চক্রের সেই অংশটি শক্ত হবে। আবার বৃষ্টিপাত হবে যে বছর, সেই বছর গুঁড়িটি বেশি করে বাড়বে। তার মানে সেবার গাছের ছালটি মোটা হবে। জার্মানির মাইন্স ইউনিভার্সিটির বৃক্ষ গবেষণা বিভাগের পরিচালক ইয়ান এসপার। অনেকদিন ধরেই তিনি গাছের এই বৃদ্ধি এবং তার ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি জানান, গুঁড়ির ভেতরের এই চক্রগুলোকে

আরো ভালো করে বোঝা যায় যখন সেগুলো পাহাড়ি অঞ্চলে বাড়ে। ইয়ান এসপার'র কথায়, "উদাহরণস্বরূপ উঁচু পাহাড়ি এলাকায় খুব ঠাণ্ডার মধ্যে গাছগুলো বেড়ে ওঠে। তাই স্বাভাবিকভাবেই গাছের গুঁড়ির ভেতরের চক্রগুলো খুব চিকন হয়ে থাকে। এবং এটা একটি নয়, পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষের সারিগুলোর অনেক গাছের গুঁড়িতেই এই ধরনের প্যাটার্ন দেখা যায়। " গবেষকরা গাছের গুঁড়ির ভেতরের পার্থক্য নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন ফিনল্যান্ডের উত্তরে , যেটা মূলত পাহাড়ি অঞ্চল এবং যেখানে খুব ঠাণ্ডা । এমনকি শীতকালে একটা গোটা নদীও সেখানে জমে যায়। আর সেখানকার সুবিধা হলো , কেবল জীবিত গাছ নয়, মৃত গাছ নিয়েও তারা গবেষণা করতে পারছেন, জানালেন ইয়ান এসপার। বললেন, "ফিনল্যান্ডে অনেক লেক আছে। কোন গাছ যখন নেই লেকে পড়ে যায়, তখন সেটা হাজার বছর ধরে সেখানে অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে। " এই কারণে এসপার আর তার সহকারীরা এইখানকার গাছের ওপর গবেষণা করে গত দুই হাজার বছরের জলবায়ুসম্পর্কে তথ্য জানতে পেরেছেন। তাদের একজন মার্কুস কোখবেক , যিনি মাইন্স ইউনিভার্সিটির গবেষণাগারের প্রধান । তিনি একটি গাছের গুঁড়িতে করাত মেশিন দিয়ে কাটলেন। যন্ত্রচালিত এই করাতটি দেখতে পেন্সিলের মতো চোখা আর দেড় সেন্টিমিটার চওড়া। গুঁড়ির ভেতর থেকে কাটা টুকরোটা তিনি পরীক্ষা করছেন। তার আগে টুকরোটি মসৃণ করে নিলেন। গুঁড়ির টুকরোটির ভেতরের প্রতিটি চক্র মানে একেকটি করে বছর। চক্রগুলো বেশ স্পষ্ট । এবার টুকরোটিকে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে পরীক্ষা করে দেখছেন। গুঁড়ির ভেতরের চক্রগুলোর যে বাঁক রয়েছে সেগুলো নানা তথ্য বহন করছে। যেমন যে বছরটি বেশি ঠাণ্ডা ছিল, সেই সময় গাছটি তুলনামূলকভাবে চিকন হয়ে বেড়েছে। এভাবে অনেকগুলো গাছের টুকরো তারা পরীক্ষা করে দেখলেন। এ ব্যাপারে মার্কুস কোখবেক বললেন, "এই যে বাঁকগুলো দেখা যাচ্ছে গুঁড়ির ভেতরে, এর ওপর ভিত্তি করে নানা বিষয় বোঝার চেষ্টা করা হয়। চিকন চক্রের ওপর নির্ভর করে এই বাঁকগুলোকে সুপারইম্পোজ করা হয়। এই পরীক্ষণ খালি চোখেও যেমন করা যায়, তেমনি গাণিতিকভাবেও করা হয়। এইভাবে গবেষকরা গত সাত হাজার বছরের জলবায়ুর একটি ধারণা পেয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় বিরল প্রজাতির গন্ডারের সন্ধান

ইন্দোনেশিয়ার একটি জাতীয় পার্কে গোপন ক্যামেরা দিয়ে বিরল প্রজাতির সাতটি সুমাত্রীয় গণ্ডারের চিত্র ধারণ করা হয়েছে। সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মাউন্ট লিউসার ন্যাশনাল পার্কে গত ২৬ বছরে এ প্রজাতির কোনো গণ্ডার দেখা যায়নি এবং এ সব গণ্ডার বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়েছিল। লিউসার ইন্টা রন্যাশনাল ফাউন্ডেশন পরিচালিত প্রকল্পের দলনেতা তারমিজি এ কথা জানান। গত বছরের জুন থেকে এবং চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত এ পার্কে ২৮টি ইনফ্রারেড ক্যামেরা বসানো হয়। এসব ক্যামেরায় তোলা ১০০০টি ছবিতে ছয়টি মাদী এবং একটি মর্দা সুমাত্রীয় গণ্ডার দেখা গেছে। তারমিজি বলেন, লিউসার জাতীয় পার্কে যে সুমাত্রীয় গণ্ডার আছে তা নিয়ে সব জল্পনা -কল্পনার অবসান ঘটাবে এই সব

ছবি। আর এ কারণে বিরল প্রজাতির এ গণ্ডার প্রজাতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা আরো জোরদার হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। গত ২০ বছরে সুমাত্রীয় গণ্ডারের সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে এ ধরনের অনুর্ধ্ব ২০০ গণ্ডার টিকে আছে বলে মনে করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গণ্ডার অবৈধ শিকারীদের হাতে প্রাণ হারায়। গণ্ডারের শিংসহ অন্যান্য অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ শক্তিবর্ধক নানা কবিরাজি ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া অবৈধভাবে বন-জঙ্গল উজাড় করায় ধ্বংসের যাচ্ছে গণ্ডারের আবাসস্থল ।

সবচেয়ে বড় প্রজাপতির সন্ধান

বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রজাতির প্রজাপতি মনে করা হয় আটলাসকে। এই জাতের প্রজাপতি আকারে ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। আমেরিকার চেস্টার চিড়িয়াখানায় এই আটলাস প্রজাপতির বংশবৃদ্ধির কাজ চলছে। চলতি সপ্তাহে সেখানকার মথ থেকে প্রথম প্রজাপতিটি ডানা মেলেছে। তবে মন খারাপ করার মতো বিষয় হলো অনিন্দ্য সুন্দর এই প্রজাপতির আয়ু মাত্র এক সপ্তাহ । আটলাস খুঁজে পাওয়া যায় মূলত দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ায়। এর মাথার দিকটা অনেকটা সাপের মুখের মতো । তবে এর পাখাজুড়ে থাকে হরেক রঙের মেলা। এ প্রজাতি র প্রজাপতির মধ্যে নারীদের পাখা ও দৈহিক আকার পুরুষের তুলনায় কিছুটা বড় হয়। এরা ডিম পাড়ে মাটির নিচের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়। ডিমের ওপর জড়িয়ে থাকে সাদা আবরণ। সংক্ষিপ্ত জীবনকাল হওয়ায় এরা দ্রুত বাড়ে ও বংশ বিস্তার করে। এদের প্রধান খাবার জ্যামাইকান চেরি ফল ও কমলা জাতীয় ধরনের ফল। তাই এ জাতের গাছের বাগানে আটলাস প্রজাপতির দেখা পাওয়া যায় বেশি।

লাল মরিচ স্থূলতা কমায়

অতিরিক্ত ঝালযুক্ত লাল মরিচ তিন উপায়ে দেহের স্থূলতা কমায় বলে জানিয়েছেন বৃটেনের একদল গবেষক। তাদের মতে, এ জাতীয় মরিচ দেহের চর্বি হ্রাস করে, ক্ষুধা দমন করে এবং ক্যাল রির পরিমাণ কমায়। ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির খাদ্যবিজ্ঞানী স্টিফেন হোয়েটিংয়ের গবেষণায় প্রমাণ হয়, মরিচের ভেতর যে উপাদান রয়েছে তা দেহে চর্বি রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ঝাল লাল মরিচের রাসায়নিক উপাদান দেহে তীব্র তাপপ্রবাহ সৃষ্টি করে এবং আমাড্রেনালিন হরমোন রোধে সহায়তা করে। ফলে শরীরে চর্বির পরিমাণ কমে যায়। এ ছাড়া লাল মরিচ মস্তিষ্কে চর্বি কমানোর জন্য বার্তা পাঠায়। ফলে দ্রুত দেহের চর্বি পুড়ে যায়। দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ম্যাড্রিফ চর্বি লাল মরিচ দ্বারা দমন করা সম্ভব । শরীরে এ জাতীয় চর্বির প্রভাবে হৃদরোগের আশঙ্কা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তাই হোয়েটিং বলেছেন, প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যদি মরিচ থাকে তাহলে ওজন কমাতে তা সাহায্য করবে।

মঙ্গলগ্রহের আরো কিছু ছবি পাঠিয়েছে রোবট যান কিউরিওসিটি

মঙ্গলগ্রহের আরও কিছু রঙিন ছবি পাঠিয়েছে নাসার রোবট যান কিউরিওসিটি। নাসা সূত্র জানিয়েছে এবার মঙ্গলের গেইল ক্রেটার গহ্বরের দিগন্তব্যাপী ছবি পাঠিয়েছে কিউরিওসিটি। নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যে ক'টি ছবি পৃথিবীতে এসেছে, মঙ্গলগ্রহে এরইমধ্যে তার কয়েক গুণ বেশি পর্যবেক্ষণ করে ফেলেছে কিউরিওসিটি। পাশাপাশি নেভিগেশন ক্যামেরায় তোলা সাদাকালো ছবিগুলোও ডাউনলোড করতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা । কিউরিওসিটি ও নেভিগেশন ক্যামেরার ছবিগুলোকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করা হবে। গেইল ক্রেটারের পাশাপাশি, মঙ্গলের কিছু নুড়ি পাথরের ছবিও পাঠিয়েছে কিউরিওসিটি। অবতরণের সময়েই বড় কোনও পাথর ভেঙে নুড়িগুলো তৈরি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। মঙ্গলগ্রহের বিভিন্ন অংশের ছবি তোলার পাশাপাশি সেখানে কিছু খননকাজও চালাবে কিউরিওসিটি। এতে মঙ্গলের ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে প্রাচীন যুগে সঞ্চিত খনিজ মৌলের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, সেসব পদার্থ বিশ্লেষণ করে জানা যাবে, মঙ্গলগ্রহে কোনোদিন প্রা ণের অস্তিত্ব ছিল কি না। থেকে থাকলে কেন তা মঙ্গল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

স্টিয়ারিং ধরতে হবে না আর; গাড়ি চলবে চোখের ইশারায়

চোখের বা আঙ্গুলের ইশারায় মোটর গাড়ি চলবে; ডানে-বামে ঘুরবে, ভাবতে পারেন? হ্যাঁ প্রকৌশলীরা এমন এক গাড়ি তৈরি করেছেন যা চালাতে হলে স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বসে থাকতে হবে না; বরং চালকের ইশারা বুঝতে পারবে গাড়ি এবং সেভাবেই পথ চলবে অনায়াসে। এ জন্য তারা একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন। চালকের ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার করে এ যন্ত্রের মাধ্যমে গাড়ি চালানো যাবে। এ জন্য ইনফ্রা রে বা অবহেলিত রশ্মির সেন্সর বসানো থাকবে গাড়ির ড্যাশবোর্ডে । আর এর ভিত্তিতে চোখের ইঙ্গিত বা হাতের ইশারাকে গাড়ি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হবে। গাড়িতে এ জন্য লুকানো থাকবে একটি কম্পিউপার। তাকে শেখানো হবে কোন ইঙ্গিতের কি মানে। তবে ভুলে চোখ ইশারা করলে গাড়ি যেন উল্টা-পাল্টা পথ চলা শুরু না করে কিংবা অনাকাক্সিক্ষত কাজ না করে তারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থা এ যন্ত্র কোনটা যথার্থ ইঙ্গিত এবং কোনটা ইঙ্গিত তা বুঝতে পারবে। ইঙ্গিতে যে শুধু গাড়ি চলবে বা থামবে তা নয় বরং গাড়ির ভেতরের রেডিও, এয়ার কুলার সবই চালু ও বন্ধ করা যাবে। এমনকি চালক মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন ইঙ্গিত করে। আগামী দু'বছরের মধ্যে এ গাড়ির পরীক্ষামূলক সংস্করণ তৈরি করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে ।

সুস্থ জীবনের বন্ধু রাতের আঁধার

শুধুই আলোর পথযাত্রী হলে চলবে না, অন্ধকারকে ভালোবাসাও জরুরি। এমনটাই দাবি মার্কিন চিকি সকদের । বিজলি বাতির রোশনাইয়ে নগরজীবন থেকে কার্যত হারিয়েছে দিন-রাতের ফারাক। চিকি সকরা বলছেন, তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মানবশরীরে।

জৈবিক কিছু প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে চলে অন্ধকারেই গভীর রাতে কৃত্রিম আলো , কম্পিউটার, টিভির অতিরিক্ত ব্যবহারে সেই শরীরবৃত্তীয় কাজকর্ম ব্যহত হয়। যার জেরে হৃদরোগ বা ডায়াবেটিস তো বটেই, হতে পারে ক্যানসারও । তাদের বক্তব্য , বায়ু-জল-শব্দদূষণের মতো কৃত্রিম আলোও এক রকমের 'দূষণ-দৈত্য '। তবে রাতে আলোর ব্যবহারে কিছুটা সতর্ক হলে বিপদ অনেকটাই এড়ানো সম্ভব । কয়েকশো কোটি বছর ধরে আলো -আঁধারির ছন্দে ঘুরছে পৃথিবী। ওই চক্রের নিয়মে চলেছে জীবজগত। আদিম মানুষ চকমকি ঘষে আগুন জ্বালানো শিখতেই বদল শুরু। সভ্যতা যত এগিয়েছে অন্ধকারের 'দখল' নিয়েছে মশাল, মোমবাতি , লন্ঠন । বিদ্যুতের বাতি আবিষ্কারের পর দেড়শো বছরে অন্ধকারের দাপট ক্রমে কমেছে। অন্ধকারকে সর্বতোভাবে 'জয়' করার মধ্যেই সভ্যতার অগ্রগতি বলে মানতে শিখেছে মানুষ। এখন সূর্য অস্ত গেলেও দুনিয়া জুড়ে শত-শত শহরে অন্ধকার নামে না। আর এখানেই বিপদ। আমেরিকার চিকিৎসকদের সংগঠন 'আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন '(এএমএ) সম্প্রতি এক রিপোর্টে জানিয়েছে, রাস্তার ভেপার-বাতি থেকে ঘরের নিয়ন, গাড়ির হেডলাইট থেকে টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোনের আলো রাতে দূষণ ছড়ায় সবই। 'লাইট পলিউশন: অ্যাযাডভার্স হেলথ এফেক্টস অফ লাইট-টাইম লাইটিং' নামে ওই রিপোর্টের মূল বক্তব্য রাতে উজ্জ্বল কৃত্রিম আলোয় বেশিক্ষণ থাকলে ঘুমোতে অসুবিধা তো হয়ই, এতে মানসিক চাপ ও হতাশা বেড়ে যেতে পারে। হৃদরোগ , ডায়াবেটিস বা শরীরে মেদ জমার আশঙ্কা বাড়তে পারে। এমনকি হতে পারে স্তন ও প্রস্টেট ক্যানসারও । কী ভাবে?

মার্কিন চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন , দিন-রাতের ছন্দের নিয়মে কাজ করে স্নায়ুতন্ত্র , দেহের কিছু কোষও । মানব-মস্তিষ্কের বিশেষ গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন নামে একটি হরমোন বেরোয় তারই ইশারায়। মেলাটোনিন শক্তিশালী অ্যান্টি -অক্সিড্যান্ট (শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক পদার্থ প্রশমন করে)। জৈবিক ঘড়ির (বায়োলজিক্যাল ক্লক) পরিচালকও বটে। চিকিৎসকরা বলেছেন, ওই হরমোন ঘুমের সহায়ক, হৃদরোগ , ডায়াবেটিস রোধ করতে সাহায্য করে। স্তন বা প্রস্টেট ক্যানসার রুখতেও হরমোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চিকিৎসকদের বক্তব্য , রাতে ৮-১০ ঘন্টা অন্ধকারে থাকলে মানবশরীরে স্বাভাবিক পরিমাণ মেলাটোনিন তৈরি হয়। বেশিক্ষণ উজ্জ্বল কৃত্রিম আলোয় থাকলে তার প্রতিক্রিয়ায় ওই হরমোন তৈরির প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। বিশেষত শিশু এবং অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও বেশি। তবে এ নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক ক্যানসার গবেষণা সংস্থা (ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার) কয়েক বছর আগে পৃথক সমীক্ষায় জানিয়েছিল, দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকারের মধ্যে ভারসাম্য সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কর্মক্ষেত দিনের বদলে অন্য শিফটে (নন-ডে শিফ্ট)

কাজ করলে জৈবিক-ঘড়ির স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়। তা থেকে মানবদেহে ক্যানসার ছড়ানোরও সম্ভাবনা থাকে। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার গবেষকদের পরীক্ষায় জানা যায়, মানুষের চোখের রেটিনায় বিশেষ কিছু সেন্সর ' অর্থা সংবেদনশীল কোষ রয়েছে। মেলাটোনিন তৈরি এবং শরীরের জৈবিক-ঘড়ির নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সেগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । সংগ্রহে : নকিব

পাথেয়: মাসআলা-মাসায়েল

মাও: মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

জামাতে অংশগ্রহণের আদবসমূহ :

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, শরয়ী কোনো ওযর না থাকলে জামাত বর্জন করা কিছুতেই ঠিক নয়। প্রতিটি মু'মিনেরই জামাতের প্রতি সচেতন ও আগ্রহী হওয়া উচিত। নিম্নে আমরা জামাতে অংশগ্রহণের কিছু আদব উল্লেখ করছি।

বাসায় অযূ করে জামাতের উদ্দেশ্য বের হওয়া

জামাতে অংশগ্রহণের জন্য বাসা থেকে অযূ করে বিনয়ের সাথে বের হওয়া জরুরী। বিভিন্ন হাদীসে এর ফযীলত ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি অযূ করে মসজিদে আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহর মেহমান। আর মেজবানের (আল্লাহর) দায়িত্ব হলো , মেহমানদের খাতির করা" [সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদীস : ১১৬৯]। অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের কেউ যখন বাসায় সুন্দরভাবে অযূ করে জামাতের জন্য বের হয় তার ডান পায়ের প্রতিটি কদমে আল্লাহ তার জন্য নেকী লেখেন আর বাম পায়ের প্রতিটি কদমে তার গুনাহ মার্জনা করেন। অতঃপর মসজিদে এসে জামাতে সালাত আদায় করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়" [সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৫৬৩]।

জামাতে অংশগ্রহণের জন্য ছুটাছুটি না করা

জামাতে অংশগ্রহণের সময় পথিমধ্যে ইকামাত শুনলে বা ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেলে তাড়াহুড়ো করে বা ছুটাছুটি করে দৌড়ে গিয়ে জামাতে শরীক হওয়া ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমরা ধীর ও শান্তভাবে (মসজিদে বা জামাআতে) যাও। ইমামের সঙ্গে সালাতের যতটুকু অংশ পাও ততটুকু পড়ে নাও এবং যেটুকু অংশ ছুটে যায় তা একাকী পূর্ণ করে নাও" [মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস : ৬৮৬]।

পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করে যাওয়া

জামাতে হাজির হওয়ার সময় সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, জামাত হলো মুসলিম উম্মাহর মিলন মেলা। সেখানে

অপরিষ্কার ও নোংড়া পোষাক পরিধান করে উপস্থিত হওয়া মোটেই উচিত নয়। মহান আল্লাহ সালাত আদায়ের সময় পরিষ্কার পোষাক পরিধানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে বনী আদম! তোম রা প্রতি সালাতে তোমাদের উত্তম ও সুন্দর পোষাক অবলম্বন করো " [সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩১]।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো , আমরা অনেকেই পোষাকের সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন নই। দুনিয়ার কোনো দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় ঠিকই আমরা সুন্দর ও ভালো পোষাকটি চয়ন করে থাকি। কিন্তু যখন সর্বময় ক্ষমতাবান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই তখন এ বিষয়টির প্রতি অনেকেই অসেচতন থাকি যা একেবারেই ঠিক নয়।

হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে খোঁজাখাঁজি না করা

জামাতের হাজির হওয়ার জন্য মসজিদে গমন করার সময় হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে খোঁজাখাঁজি না করা। কারণ, জামাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর থেকে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত সে যেন সালাতেই থাকে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যখন তোমাদের কেউ বাসায় অযূ করে মসজিদে আসে তখন ঘরে না ফিরা পর্যন্ত সে সালাতেই থাকে। সুতরাং সে যেন হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে খোঁজাখাঁজি না করে" [মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস : ৯৯৪]।

সর্বপ্রকার দুর্গন্ধ দূর করে নেয়া

জামাতে অংশগ্রহণের সময় সর্বশরীর থেকে সর্বপ্রকার দুর্গন্ধ দুর করে নেয়া জরুরী। লেবাসের, মুখের, ঘামের, কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদির দুর্গন্ধ দুর করে নেয়া আবশ্যক। যাতে সে গন্ধ দ্বারা ফিরিশতা ও পাশের নামাযী লোক কষ্ট না পায় এবং তার প্রতি নামাযীদের ঘৃণার উদ্রেক না হয়। মহানবী স. বলেন, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসুন বা কুঁরাস (দুর্গন্ধযুক্ত সব্জি) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদে আমাদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, যে বস্তু দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় সেই বস্তুতে ফিরিশতারাও কষ্ট পেয়ে থাকেন[সহীহ বুখারী, হাদীস : ৮৫৫]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, জামাতে অংশগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কতিপয় আদব রয়েছে। জামাতে অংশগ্রহণের পূর্বে সেসব আদব বিবেচনায় রাখা উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে তা মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!! (চলবে)

পাথেয় : ইসলামে হালাল-হারাম

মাওলানা আবদুর রহীম

১ম পর্ব

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যাদের সাথে বিবাহ হারাম করেছেন এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধীকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসা করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যই তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবার অধিকারী হবে) তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো । যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করোনা । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো , তাহলে তোমরা তাকে স্তুপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়োনা । তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কি করে। যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে। আর তোমাদের পিতা যে সব স্ত্রী লোককে বিয়ে করেছে তাদেরকে কোনক্রমেই বিয়ে করোনা । তবে আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আসলে এটা একটা নির্লজ্জতা প্রসূত কাজ। অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা , বোন , ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা তোমা দের দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন , তোমাদের স্ত্রীদের মা, ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যারা তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে, সেই সমস্ত স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি (শুধুমাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়। তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মেয়েদের বিয়ে করলে) তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও । আর দু'বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্ল াহতায়ালা ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা নিসা: ১৯-২৩)

উপরোক্ত কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ।

১. এর অর্থ হলো , স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবাকে মীরাসী সম্পত্তি মনে করে তার অভিভাবক ও ওয়ারিস হয়ে না বসে। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করার পর স্বাধীনভাবে ইচ্ছা মতো এবং যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।

২. তাদের চরিত্রহীনতার শাস্তি দেবার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের সম্পদ লুট করে খাবার জন্য নয়। (চলবে....)

বলুন দেখি

ফারজানা ইয়াসমিন জান্নাতী

জিজ্ঞাসার সব বিভাগই সবার জন্য। তবে ‘বলুন দেখি’ বিভাগটি বিশেষ করে তরুণদের জন্য। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হবে লটারীর মাধ্যমে। আগামী ২০ তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।

এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের অনেকগুলো হক রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস থেকে এগুলো জানা যায়। আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলমানের ওপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। এক. সালামের জবাব দেয়া। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, পরস্পর সালাতে সালাম দেয়া। দুই. রোগিকে দেখতে যাওয়া। তিন. জানাযার সালাত ও দাফনে শরীক হওয়া। চার. দাওয়াত কবুল করা। পাঁচ. হাঁচিদানকারীর জবাব দেয়া। অর্থা কেউ হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদু লিল্লাহ ’ বললে তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। হাদীসটি মুত্তফাক আলাইহি। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় ছ'টি হকের কথা রয়েছে। উল্লিখিত পাঁচটি এবং ষষ্ঠটি হলো , কোনো মুসলিম ভাই পরামর্শ বা উপদেশ চাইলে তাকে পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া। এছাড়াও আরো হক রয়েছে যা অন্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান ।

প্রশ্ন -১. এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ক'টি হক রয়েছে?

ক. ৫টি

খ. ৬টি

গ. এরও অধিক

প্রশ্ন -২. হাদীসদ্বয়ে যে ক'টি হকের কথা রয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো

ক. বিবাহ দেয়া

খ. সালাম দেয়া

গ. জ্ঞান শিক্ষা দেয়া

প্রশ্ন -৩. এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের যে ক'টি হক রয়েছে তম্মধ্যে একটি হলো

ক. হাচি দিয়ে আলহমদু লিল্লাহ বলা

খ. রোগির জন্য দুআ করা

গ. দাওয়াত কবুল করা

প্রশ্ন -৪. হাচিদানকারীর জবাবে কি বলতে হয়?

ক. আলহামদু লিল্লাহ

খ. ইয়াহদীকুমুল্লাহি ওয়াইউসলীহ বালাকুম

গ. ইয়ারহামুকাল্লাহ

প্রশ্ন -৫. ছ'টি হকের কথা যে হাদীসে এসেছে তাতে অতিরিক্ত হকটি কি?

ক. পরস্পর সালাম দেয়া

খ. রোগিকে দেখতে যাওয়া

গ. পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া

সঠিক উত্তরটি লিখে আমাদের ঠিকানায় পাঠান

গত সংখ্যারসঠিক উত্তর

১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. ক

পুরস্কার পেলেন যারা :

১. সাগর বিরামপুর, দিনাজপুর

২. ফাতেমা জোহরা হাজিগঞ্জ , ফরিদপুর

৩. বিলায়েত হোসেন , নবাবপুর, ঢাকা

উত্তর পাঠাবার ঠিকানা:

মাসিক জিজ্ঞাসা , বাড়ী নং-১৫, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর -৭, উত্তরা , ঢাকা-১২৩০

আপনার স্বাস্থ্য

এনথ্রাক্স ও এর চিকিৎসা

ডা: মো : মোয়াজ্জেম হোসেন এফআরসিপি

রোগ নির্ণয়ের নির্দেশিকা

পশুর সান্নিধ্য , পশুর চামড়া-গোশত ইত্যাদির সান্নিধ্য বায়ো টেরোরিজম , ব্যথামুক্ত চামড়ার কাল পচন দাগ (Black eschar) যা শরীরের উন্মুক্ত অংশে হয়ে থাকে। ননস্পেসিক ফ্লুলাইক সিম্পটম যা দ্রুত শ্বাসকষ্ট এবং সক্ এর দিকে চলে যায়। বুকের ঙ-রটহ করলে মেডিস্টেনাল ওয়াইডেনিং এবং ফ্লুরাল ইকুশান দেখা যাবে।

ক্লিনিক্যাল নির্দেশিকা

ক) উপসর্গসমূহ :

১. চামড়ার এনথ্রাক্স (Cutaneous Anthrax) :

আক্রান্ত পশুর তথা Anthrax Spores এর সান্নিধ্যে আসলে দু'সপ্তাহের মধ্যে চুলকানীর ন্যায় মুখে পানি যুক্ত রেশ উঠে। এরপর এই রেশ পানিযুক্ত বড় রেশ এ রূপ নেয়। এর পর ঘা এবং তা পচন ধরে এবং শেষ পর্যন্ত তা ব্লাক এসকার এ রূপ নেয়। এই ঘা ব্যথামুক্ত হয়ে থাকে তবে ব্যথা হয়ে থাকে স্টাফাইলো কক্কাল ও স্ট্রেপটোকক কালপ্রদাহের কারণে। ঘায়ের পার্শ্বে ফুলা ও পানিযুক্ত রেশ থাকে আক্রান্ত স্থানের পাশে লিম্পনোডসমূহ ফুলতে পারে, জ্বর , শরীর ব্যথা , মাথা ব্যথা , অরুচি, বমি হতে পারে। রোগ মূলত সীমিত পর্যায়ে থাকে, তবে কখনও কখনও রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে সেপাসিস অথবা মেনিনজাইটিসও হতে পারে।

২. শ্বাসের এনথ্রাক্স (Inhalahonel Anthrax) :

জীবানু প্রবেশের গড়ে দশদিনের মধ্যে রোগ সংক্রমিত হয়। দু'পর্যায়ে আমরা রোগের উপসর্গকে বর্ণনা করতে পারি।

প্রাথমিক পর্যায় : এই পর্যায়ে ভাইরাল ফ্লু এর মতই মনে হবে। যেমন- জ্বর , শরীর ব্যথা , মাথা ব্যথা , শ্বাসকষ্ট , কফ এবং নাক-গলা-ল্যারিক্স এ কনজেশান দেখা দেয়।

দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে বুক ব্যথা , স্পেসিস এবং মেনিনজাইটিস হয়ে থাকে।

৩. গ্যাস্ট্রো -ইন্টেস্টাইনাল এনথ্রাক্স (Gastrointestinal Anthrax) :

এতে জ্বর , পেট ব্যথা , বমি, শক্ত পায়খানা এবং ২-৫ দিনের মধ্যে ডায়রিয়া হতেপারে। পেটে ঘা হতে পারে, যা থেকে রক্তক্ষরণও হতে পারে, পেট ফুটা হতে পারে। এই ধরনের এনথ্রাক্সের ক্ষেত্রে নালীর সমস্যা হয়। যেমন লোকাল বা গলার পার্শ্বের লিম্প নোডগুলো বড় হয়ে যায়, সার্ভাইক্যাল ইডিমা, গলায় ঢোক গিলতে কষ্ট অনুভব হয়, শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে প্রতিব ন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

খ. ল্যাবরেটরি ফলাফল (Laboratory Findings) :

সুনির্দিষ্ট কিছু এতে দেখা যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ে ডইঈ/ঞঈ স্বাভাবিক থাকে, পরবর্তীতে চড়যু ও ঞঈ কিছুটা বেড়ে যায়। X-ray chest-Hemorrhagic plural fluid ইনহেলেশনাল এনথ্রাক্সের ক্ষেত্রে এমনটি পাওয়া যায়। মেনিনজাইটিস এনথ্রাক্সের ক্ষেত্রে সেরিব্রাল ফ্লুইডও হয়ে থাকে। গ্রাম স্টেইন এনক্যাপসুলেটেড রড চেইন ক্লুরাল ফ্লুইড , সেরিব্রাল ফ্লুইড ব্লাড কালসার চামড়ার ঘা তে পাওয়া যায়। রোগ নির্ণয়টাকে এস্টাবলিস্ট করা যায় এনথ্রাক্সের জীবাণু চামড়ার ঘা, রক্ত , ফ্লুরাল ফ্লুইড ও সেরিব্রাল ফ্লইড থেকে কালচার করে জীবাণু নির্ণয়ের মাধ্যমে কালসারটা করতে হবে ঔষধ শুরু করার আগে। ঔষধ শুরু করলে জীবাণু নাও পাওয়া যেতে পারে।

গ. ইমেজিং (Imaging Studies) :

ইনহেলেশনাল ক্ষেত্রে ডদর্প্র রটঢধমখরটযদ মেডিস্টেনাল ওয়াইডেনিং হয় হিমোরেজিক লিমপেতিনাইটিস এর কারণে এমনটি হয়। ফ্লুরাল ইফুশান হয়ে থাকে। লাঙ্গের কনসোলিডেশানও হতে পারে।

চিকিৎসা (Treatment) :

প্রথম সারির এজেন্টস :

সিপ্রোফ্লুক্স্যাসিলিন - ৫০০ মিঃ গ্রাম ১২ ঘন্টার অন্তর মুখে খাবে এবং ৪০০ মিঃ গ্রাম আইভি ১২ ঘন্টা অন্তর ।

ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মিঃ গ্রাম ১২ ঘন্টা অন্তর মুখে অথবা আই.ভি।

দ্বিতীয় সারীর এজেন্টস :

এমোক্সাসিলিন ৫০০ মিঃ গ্রাম ৮ ঘন্টা অন্তর মুখে খাবে পেনিসিলিন জি ২ মিঃ ই.উ ৪ ঘন্টা অন্তর আই.ভি

অলটারনেটিভ এজেন্টসঃ

রিফেমপিসিন, ১০ মিঃ গ্রাম /কেজি/ডে/ ওরালী বা আইভি ক্লিনডামাইসিন ৪৫০-৬০০ মিঃ গ্রাম ৮ ঘন্টা অন্তর ওরালী অথবা আই.ভি।

ক্লারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিঃ গ্রাম ১২ ঘন্টা অন্তর ওরালী ইরাইথ্রোমাইসিন ৫০০ মিঃ গ্রামঃ ৬ ঘন্টা অন্তর আই.ভি ডেনকোমাইসিন ১ গ্রাম ১২ ঘন্টা অন্তর আই.ভি ইমিপেনেম ৫০০ মিঃ গ্রাম ৬ ঘন্টা অন্তর আই.ভি।

অন্যান্য ক্লোরোকুইনোলনস যা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর যেমন, লিভফ্লোক্সাসিন , মোক্সাফ্লোক্সাসিন , ইনহেলেশনাল অথবা কিউটেনিয়াস এনথ্রাক্স -এর ক্ষেত্রে কমবিনেশান থেরাপী যেমন, ক্লোরকুইনোলনস এবং রিপেমপিসিন। সিঙ্গেল ড্রাগ থেরাপীটা প্রোফাইলেক্সিসের জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য ।

ঔষধ সেবনের নির্ধার িতসময়ঃ

চামড়ার এনথ্রাক্স এর জন্য ৭-১০ দিন

ইনহেলেশনাল, গ্যাস্ট্রোইনটে এবং ডিসেমিনেটেডের ক্ষেত্রে ১৪ দিন

বায়োটেরোরিজম এর ক্ষেত্রে ৬০ দিন।

প্রোফাইপেলেক্সিমঃ

এন্টিবায়োটিক - ১০০ দিন

ভেক্সিনেশন - ৩ ডোজ একমাস ব্যবধানে নিতে হবে।

ভেক্সিন - সেল মুক্ত B. anthracis (attenuated strain) পোগনোসিস (Poognosis):

চামড়ার টর্ভদরটস - অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিলতা ছাড়া ভাল হয়ে যায়। ইনহেলেশানাল এবং গ্যাস্ট্রো ইন এর ক্ষেত্রে ৮৫%।

এনথ্রাক্স কিভাবে ছড়ায়

এনথ্রাক্স মূলত গবাদী পশুর রোগ , যেমন- ভেড়া, গরু, ঘোড়া , ছাগল প্রভৃতি পশু এই রোগে আক্র ান্ত হয়। এনথ্রাক্স ই. anthracis নামক একধরনের গ্রাম পজিটিভ স্পোর ফর্মিং এরোক বড় দ্বারা হয়ে থাকে। এই রোগ আক্রান্ত পশু, পশুর চামড়া-গোশত -দুধ, বর্জ , বসবাসস্থলের মাটি প্রভৃতি থেকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় বায়োটেররিজমেও এই রোগ ছড়ায়।

বাংলাদেশে এনথ্রাক্স

বাংলাদেশে এনথ্রাক্স ছড়াচ্ছে গবাদী পশুতথা গরু ও ছাগলের মাধ্যমে। ভেড়া-ঘোড়ার আবাদ বাংলাদেশে তেমন একটা হয় না বললেই চলে। এই পর্যন্ত যত এনথ্রাক্স রোগী সনাক্ত করা হয়েছে প্রায় সবই কিউটেনিয়াস তথা চামড়ার এনথ্রাক্স । আমার জানামত রোগী এখনও মারা যায় নাই। তবু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এই ক্ষেত্রে গবাদী পশুগুলোকে ভেক্সিনেটেড করে নিতে হবে। সাথে সাথে আক্রান্তস্থানের অধিবাসীদের একটা এন্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগ প্রোফাইলেক্সিস হিসাবে অথবা ভেক্সিনেশান করা যেতে পারে। আতঙ্কিত না হয়ে ধৈয্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। পশু চিকিৎসকগণের পরামর্শ নিয়ে পশুর পরিচর্যা করতে হবে। আক্রান্ত পশু জবেহ না করে মাটির গভীরে পুতে ফেলতে হবে। এতে রোগ সংক্রমণের মাত্রা অনেকটা কমে যাবে।

চেম্বার : মেডিনোভা , ৫/এ, ধানমন্ডী , ঢাকা।

আপনার জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন - মাওলানা মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

রেজাউল, ঢাকা

প্রশ্ন -১. এলকোহল খাওয়ার পর চল্লিশদিন পর্যন্ত সালাত ও সওম কবুল হয় না, এটা কি সঠিক?

উত্তর : এলকোহল খাওয়ার ফলে চল্লিশদিন পর্যন্ত সালাত কবুল হয় না- তা হাদীসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করলো , চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না। যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। সুনান তিরমিযী : ১৮৬২। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সালাত থেকে বিরত থাকতে পারবেন। বরং সালাতের ফরযিয়ত আদায়ের জন্য তাকে তা আদায় করতেই হবে। মদ পানের কারণে চল্লিশ দিনের রোযা কবুল হবে না, হাদীস থেকে এরূপ কিছু জানা যায় না।

মিসেস মাহবুবা, বসুন্ধরা , ঢাকা

প্রশ্ন -২. অশ্লীল ছবি ছাড়া টেলিভিশন দেখা জায়েয কি?

উত্তর : টেলিভিশন একটি যন্ত্র । এর মাধ্যমে আপনি ইসলামী অনুষ্ঠান বা কুরআন তিলাওয়াত অথবা এ ধরনের ভালো অনুষ্ঠান দেখলে আপনার সাওয়াব হবে ইনশা আল্লাহ । যে এতে ভালো অনুষ্ঠান দেখাবে এবং যে তা দেখবে সে এ নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো আর যে এতে অন্যায় ও অশ্লীল কিছু দেখবে সে নিয়ামতের কুফরী করলো । পাত্রের কোনো দোষ নেই। পাত্রের ভেতরে যদি দুধ খাওয়া হয় তাহলে তা হবে হালাল। আর যদি পাত্রের ভেতরে মদ খাওয়া হয় তা হবে হারাম। এর মাধ্যমে আপনি ভালো কিছু দেখলে তার ফলাফল হবে ভালো অর্থা আপনি সাওয়াব পাবেন। খারাপ জিনিস দেখলে তার ফলাফল হবে খারাপ। অর্থা আপনার আমলনামায় গুনাহ লেখা হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ।

প্রশ্ন -৩. আরবী বর্ণ 'রা' এর ওপর যবর হলে উচ্চারণ কিভাবে হবে?

উত্তর : আরবী বর্ণ 'রা' এর ওপর যবর হলে তা পুর (মো টা) করে 'র' পড়তে হবে। যেমন রসূলুল্লাহ , রব্বী, রহমান, রহীম ইত্যাদি ।

রাজারবাগ থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৪. বেবির বয়স ছয় মাস, সে প্রস্রাব করলে কাপড় নাপাক হবে কি?

উত্তর : বেবির বয়স যতই হোক তার প্রস্রাব নাপাক। তবে বেবি যদি পুত্র সন্তান হয় এবং মায়ের দুধ ছাড়া বাহিরের কোনো খাবার না খেয়ে থাকে তাহলে তার প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে সেখানে পানি ছিটিয়ে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, কন্যা শিশুর প্রস্রাব

ধৌত করে এবং পুত্র শিশুর প্রস্রাবে পানি ছিটিয়ে পবিত্র করতে হয় (যতক্ষণ না সে বাহিরের খাবার খায়)। সুনান আবু দাউদ : ৩৭৬।

আনজুমান আরা, উত্তরা , ঢাকা

প্রশ্ন -৫. মেয়েদের মাসিক চলাকালীন সময় কুরআন স্পর্শ করা যায় না; কম্পিউটারে পড়া যাবে কি?

উত্তর : মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যাবে না এবং প্রাত্যহিক দু'আ কালাম ছাড়া কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা কুরআন মাজীদ থেকে হোক বা কম্পিউটার থেকে বা অন্য কিছু থেকে। এটাই অধিকাংশ আলিমের মত। তবে কোনো কোনো ইসলামিক স্কলার যেমন ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইবনু বায প্রমুখ কম্পিউটারে পড়া যাবে বলে মত পোষণ করেন।

সায়েদুর রহমান, খুলনা

প্রশ্ন -৬. আমার নিকট ২/৩ জন লোকের হজ্জ করার মত নগদ অর্থ আছে। আমি এ বছর হজ্জে যেতে চাই। আমার স্ত্রীকে আমার সাথে নিতে আমি কি বাধ্য ?

উত্তর : জ্বি না। আপনার স্ত্রীর ওপর হজ্জ ফরয না হলে আপনি তাকে নিতে বাধ্য নন।

প্রশ্ন -৭. আমি জানি, বস্ত্রহীন হলে অযূ নষ্ট হয় না। বাথরুমে বস্ত্রহীন অবস্থায়ও অযূ করা যাবেকি?

উত্তর : জি হ্যা , করা যাবে। তবে উত্তম হলো পোশাক পরিধান করেই অযূ করা।

এন.এইচ. চৌধুরী , চট্টগ্রাম

প্রশ্ন -৮. ১০/১১ মাস পূর্বে আমার বাসায় এক জোড়া কবুতর এসে বাসা বেঁধেছে এবং বাচ্চা দিচ্ছে। আমি সে বাচ্চা থেকে খাচ্ছি। এ পর্যন্ত কোনো মালিক এসে কবুতরের দাবি করেনি। যদি গুনাহ হয়ে থাকে তবে এক জোড়া কবুতরের দাম কোনো গরীবকে দান করে দিলে তার বাচ্চা খাওয়া জায়িয হবে কি? জায়িয না হলে আমার কি করণীয়।

উত্তর : প্রথমে যখন আপনার বাসায় কবুতর বাসা বানিয়েছে তখনই আপনার উচিত ছিল সেগুলোকে আশ্রয় না দেয়া। যেসব প্রাণী ঘুরে ফিরে আহারের ব্যবস্থা করতে পারে সেগুলোকে আশ্রয় দেয়া ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তুমি কেন তাকে আশ্রয় দিচ্ছ, অথচ সে স্বাধীন । পানি ও খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম । সহীহ বুখারী : ২৪২৮। মালিকের অনুমতি ছাড়া এগুলোর বাচ্চা খাওয়া বৈধ হচ্ছে না। আপনি এগুলোর মালিককে খোঁজতে থাকুন এবং পেয়ে গেলে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বাচ্চা খেয়েছেন এগুলোর পেছনে আপনার খরচ বাদে সেগুলোর মূল্য তাকে দিয়ে দিলেই হবে। গরীবকে এগুলোর মূল্য দিলেও এগুলোর বাচ্চা আপনি খেতে

পারবেন না। এক বছর খোঁজ করার পর মালিক পাওয়া না গেলে তখন এর মালিক আপনি হয়ে যাবেন। তবে সেক্ষে ত্রে কখনো এর প্রকৃত মালিক আসলে খরচ বাদ দিয়ে আপনাকে বাচ্চার মূল্যসহ তা ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন -৯. দুআ কবুলের জন্য রাসূলুল্লাহ বা সাহাবাদের ওয়াসীলা দেয়া যাবে কি?
উত্তর : আল্লাহর নিকট বান্দা সরাসরি কোনো কিছু চাইলে সেটা পৌঁছে যায়। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে কোনো পর্দা বা মাধ্যম নেই। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। সূরা ৪০ গাফির, আয়াত-৬০। যেখানে আল্লাহ বান্দার সরাসরি ডাকে সাড়া দেয়ার কথা বলেছেন সেখানে নবী রাসূলের ওয়াসীলা দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন -১০. সহোদর ভাই প্রতিবন্ধী , তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে কি?
উত্তর : আপনার সহোদর ভাই যদি যাকাত গ্রহণের যোগ্য হয় তাহলে তাকে আপনি যাকাতের অর্থ দিতে পারবেন। দান-অনুদানের ক্ষেত্রে আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি ইসলামী শরীয়তে উ সাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, অনাত্মীয় অভাবীকে দান করলে তা শুধু দানই হবে। আর আত্মীয় অভাবীকে দান করলে দানের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার সাওয়াবও পাওয়া যাবে। সুনান নাসায়ী : ২৫৮২।

প্রশ্ন -১১. তারাবির সালাত ৮ রাকাআত পড়লে হবে কি?
উত্তর : তারাবীর সালাত ৮ রাকাআত পড়লে হবে না- এরূপ বলার কোনো সুযোগ নেই। যিনি ৮ রাকাত পড়বেন তিনি ৮ রাকাতের সাওয়াব পাবেন আর যিনি এর চেয়ে বেশি পড়বেন তিনি আরো বেশি সাওয়াব পাবেন। তবে এ নিয়ে কোনো ঝগড়া বা গন্ডগোল করা যাবে না। এ নিয়ে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। তারাবীর সালাত ৮ রাকাত আদায় করা যতোটুকু না সাওয়াবের কাজ এ নিয়ে গন্ডগোল করা হবে তার চেয়ে অনেক বেশি অন্যায় কাজ।

প্রশ্ন -১২. মাথায় কাপড় ছাড়া অযূ করা যাবে কি?
উত্তর : জি হ্যা , মাথায় কাপড় ছাড়া অযূ করা যাবে। এতে অযূর কোনো ক্ষতি হবে না।
নজরুল ইসলাম, বনানী, ঢাকা

প্রশ্ন -১৩. সহদর ভাইকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে কি?

উত্তর : সহোদর ভাই যদি যাকাত নেয়ার উপযুক্ত হন তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। দান-অনুদানের ক্ষেত্রে অনাত্মীয়ের ওপর অত্মীয়কে আগ্রাধিকার দেয়া খুবই সাওয়াবের কাজ।

প্রশ্ন -১৪. কিয়ামুল লাইল কাকে বলে?
উত্তর : কিয়াম শব্দের অর্থ , দাঁড়ানো , সম্পন্ন করা, নিয়োজিত করা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যা দি। আর লাইল শব্দের অর্থ রাত। কিয়ামুল লাইল অর্থ রাতের একটা অংশ ইবাদাতে নিয়োজিত করা। হতে পারে সে ইবাদাতটি কুরআন তিলাওয়াত, সালাত, যিকর ইত্যাদি । রাতে যে কোনো ইবাদাত করলেই তা হবে কিয়ামুল লাইলের অন্তর্ভুক্ত । সেই অর্থেই তাহাজ্জুদের সালাত ও তারাবীর সালাতকে কিয়ামুল লাইল বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন -১৫. নফল বা সুন্নাত নামায বসে আদায় করা যায় কি?
উত্তর : ফরযের ন্যায় সুন্নাত ও নফল সালাতের ক্ষেত্রেও শক্তি থাকলে দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করা উত্তম । তবে নফল বা সুন্নাত বসে আদায় করতে চাইলে সে সুযোগও রয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত কিছুটাশিথিলতা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লাভ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলো সে সর্বোত্তম কাজ করলো । আর যে বসে সালাত আদায় করলো তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব এবং যে শুয়ে সালাত আদায় করলো তার জন্য বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব” [সুনান ইবনু মাজাহ : ১২৩১]।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
প্রশ্ন -১৬. যে কসমেটিক্স এলকোহলযুক্ত তা ব্যবহার করা যাবে কি?
উত্তর : সংরক্ষণজনিত কারণে কসমেটিক্স -এ যে সামান্য এলকোহল ব্যবহার করা হয় কেবলমাত্র এক্সটারনাল ইউজ-এর ক্ষেত্রে সেটি হারাম নয়।

প্রশ্ন -১৭. মেয়েদের নেকাব পরিধানের ইসলামিক বিধান কি?
উত্তর : বোরকা পরা এবং নেকাব দেয়া খুবই ভালো কথা। এটা পর্দার সর্বোচ্চ স্তর । আল্লাহ বলেন, হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের , কন্যাদের ও মু'মিনদের নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়। সূরা ৩৩ আহযাব, আয়াত-৫৯। জিলবাব এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে। তবে যদি কেউ বোরকা পরে নেকাব না দেয় অর্থা মুখ খোলা রাখে তাহলে তাকেও বেপর্দা বলা যাবে না। কারণ ইসলামী

শরীয়তে দু'টি মতের কথাই উল্লেখ আছে। সুতরাং যে কোনো একটি মত অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন -১৮. রোযা অবস্থায় ছেলে মেয়েদের সাথে গাল-মন্দ করলে রোযার কি কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর : ক্ষতি তো কিছুটা হবেই। রোযা রেখে রোযার পরিপন্থী কাজ করলে রোযার সাওয়াব কম হবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কেউ যেদিন রোয ারাখে সেদিন যেন সে অশ্লীল কাজ ও শোরগোল না করে। বরং অন্যরা তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করতে চাইলে সে যেন বলে 'আমি রোযাদার '। সহীহ মুসলিম : ১১৫১।

প্রশ্ন -১৯. মেয়েদের সুগন্ধি ব্যবহারের বিধান কি?

উত্তর : মেয়েরা ঘরে তার স্বামীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে তাতেকোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে বাহিরে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। এমনকি মসজিদে যাওয়ার জন্যও সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে নারী বাহিরের লোকদের উদ্দেশ্য সুগন্ধি ব্যবহার করে তাদের মাঝে বের হয় সে যিনাকারীনী। সুনান নাসায়ী : ৫১২৬। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে গেল, গোসল করার আগ পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না। ইবনু মাজাহ : ৪০০২।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -২০. আমার স্বামী কিছুদিন আগে হার্ট এট্যাক করে মারা যায়। তার কোনো ভাই নেই। আছে শুধু দুই বো ন। আমার স্বামী দুই কন্যা ও আমাকে রেখে মারা যান। তার বাবা ও মা জীবিত। বাবার সম্পত্তির বেশির ভাগই মাকে দিয়ে দিয়েছেন। উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : আপনার সন্তানের দাদার যেহেতু দুই কন্যা ছাড়া আর কোনো পুত্র সন্তান নেই তথা আপনার সন্তানদের কোন াে চাচা নেই সেহেতু তাদের দাদার সম্পত্তি হতে স্ত্রী ও মেয়েদের অংশ দেয়ার পর যেটা বাকী থাকবে সেটা তারা পাবে।

প্রশ্ন -২১. আমার বিয়ের সময় মোট ১৪ ভরি সোনা উপহার হিসেবে পাই। আমার স্বামী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আমার দু'টি কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি আমার সোনা থেকে ৬ ভরি করে আমার কন্যাদের দিয়ে দিতে চাই। বাকী ২ ভরি আমার ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে চাই। আমার কন্যাগণ নাবালেগ, উক্ত সোনার যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর : জি না, উক্ত সোনার যাকাত দিতে হবে না। কারণ, সোনা ভাগ করে দেয়ার পর আপনাদের কারো নিকটেই যাকাতের নিসাব পরিমাণ সোনা থাকেনা। তবে এ ক্ষেত্রে আপনার মেয়েদেরকে দেয়া স্বর্ণ আপনি তাদের অনুমোদন ছাড়া বিক্রি বা ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

মাহমুদ আলী, নিউ ইস্কাটন রোড , ঢাকা

প্রশ্ন -২২. জুমুআর বয়ানে কোনো এক ইমাম সাহেব বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্ম তারিখ নিয়ে নাকি ঐতিহাসিকগণের মাঝে বিভিন্ন মত রয়েছে, কথাটি কি সঠিক? ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আমাদের দেশে প্রচলিত মিছিল ও আল্লাহু আকবার লিখিত পতাকা উত্তোলন এবং কয়েকজন মিলে একসাথে দরূদ পাঠ করা নাকি বিদআত?

উত্তর : জুমুআর বয়ানে ইমাম সাহেব যা বলেছেন তা সঠিকই বলেছেন। কারণ, সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ স. সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কোন মাসে ও কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন তার পক্ষে শক্তিশালী কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ফলে ঐতিহাসিকগণ গবেষণার ভিত্তিতে একাধিক মাস ও একাধিক তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন -২৩. আমি যদি বছরের শুরু থেকে বিভিন্ন সময় যাকাতেরনিয়ত করে দান করি। বছর শেষে যাকাতের হিসাব করার পর তা থেকে সেটা বাদ দেই তাহলে কি আমার যাকাত আদায় হবে?

উত্তর : স্বি হ্যাঁ , আপনার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইসলামি শরীয়তে অগ্রিম যাকাত দেয়ার অনুমতি রয়েছে। দুই বছরের অগ্রিম যাকাতের বিধান খুবই প্রযোজ্য । আলী রা. থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. আব্বাস রা. থেকে দু'বছরের অগ্রিম যাকাত আদায় করেন [সুনান আবু দাউদ : ১৬২৪]।

মোসাম্মাত নাজিয়া, ময়মনসিংহ

প্রশ্ন -২৪. আমি বিবাহিতা, বাবার অবস্থা বেশি ভালো না। আমার ছোট বোন লেখা পড়া করে। এ অবস্থায় আমার সম্পদের যাকাতের অর্থ কী আমারছোট বোনকে দিতে পারবো ?

উত্তর : জি, আপনার ছোট বোনকে আপনি যাকাতের টাকা দিতে পারবেন। আপনার সংসারভুক্ত নয় এমন আত্মীয় যেমন আপনার ভাই, বোন , মেয়ে বা নিকট আত্মীয় যদি যাকাত নেয়ার যোগ্য হয় তাহলে তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে। দান-অনুদানের ক্ষেত্রে আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেয়ারপ্রতি ইসলামী শরীয়তে উ সাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, অনাত্মীয় অভাবীকে দান করলে তা শুধু দানই হবে। আর আত্মীয় অভাবীকে দান করলে দানের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার সাওয়াবও পাওয়া যাবে। সুনান নাসায়ী : ২৫৮২।

প্রশ্ন -২৫. আমার কোনো সন্তান নেই, আমি মারা গেলে আমার মোহরানার টাকা মূলত কে পাবে? আমার স্বামী নাকি আমার পিতা-মাতা?

উত্তর : আপনার মৃত্যুর পর আপনার স্বামী ও পিতা-মাতা সকলে জীবিত থাকলে তারা প্রত্যেকেই আপনার এ টাকা থেকে অংশ পাবেন। আপনার মোহরানা থেকে স্বামী পাবেন ৫০%, পিতা পাবেন ৩৩.৩৩% এবং মা পাবেন ১৬.৬৭%।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -২৬. ড্রাইভারের বোনাস যাকাতের টাকা থেকে দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর : জি না, যাকাতের টাকা থেকে বোনাস দেয়া যাবে না।

আনজুমান আরা বেগম, উত্তরা , ঢাকা

প্রশ্ন -২৭. সালাতে রুকু বা সাজদায় বাংলা ভাষায় দুআ করা যাবে কি?

উত্তর : আরবী ভাষায় দুআ জানেন না এমন ব্যক্তি সালাতের মধ্যে বাংলা ভাষায় দুআ করতে পারবেন বলে অনেক ইসলামিক স্কলার মনে করেন। তবে পাশাপাশি আরবী দুআ আয়ত্ব করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে এবং তা আয়ত্ব করার পর আরবী ভাষায়ই দুআ করতে হবে।

প্রশ্ন -২৮. ইতিকাফ করা আমার খুব শখ। কিন্তুআমার বাসায় অন্য কোনো সাহায্যকারী না থাকায় আমি ইতিকাফে বসলে আমার স্বামী ও সন্তানদের অসুবিধা হবে। এমতাবস্থায় আমি কি করবো ?

উত্তর : ইতিকাফ আপনার জন্য একটি সুন্নাত ইবাদাত। কিন্তু স্বামী ও সন্তানদের দায়িত্ব পালন আপনার ওপর ফরয ইবাদাত। সুন্নাত ইবাদাত পালন করার জন্য ফরয দায়িত্বে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। তবে হ্যাঁ , আপনার স্বামী ও সন্তানরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তা অনুমোদন করে তাহলে আপনি ইতিকাফে বসতে পারেন।

শাওন ইসলাম

প্রশ্ন -২৯. স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গে কি?

উত্তর : জ্বি না। স্বপ্নদোষ হলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনটি বিষয় সাওম ভঙ্গ করে না, তার একটি হলো , স্বপ্নদোষ [সুনান তিরমিযী : ৬৫২]।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৩০. আমি আমার যাকাতের টাকা থেকে মাদরাসার মুফতি সাহেবের বেতন দিতে পারবো কি?

উত্তর : জি না। যাকাতের টাকা থেকে মুফতি সাহেবের বেতন দেয়া যাবে না।

প্রশ্ন -৩১. আমার অফিস থেকে আমার বাড়ির মসজিদের জন্য কিছু টাকা নিয়েছি ? সেটা কি আমি মাদরাসার শিক্ষকের বেতন বাবদ ব্যয় করতে পারবো ?

উত্তর : মসজিদের জন্য টাকা উঠিয়ে মাদরাসার শিক্ষকের বেতন দেয়া জায়িয হবে না। বরং তা হবে প্রতারণ া রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে আমাদের কারো সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সহীহ মুসলিম : ১৬১। মসজিদের খাতে উঠানো টাকা মসজিদের উন্নয়ন বা মসজিদ স্টাফদের সম্মানি বাবদ খরচ করতে হবে।

ডাঃ তরীকুল ইসলাম

প্রশ্ন -৩২: এক লোক ৩ লাখ টাকা রেখে মারা গিয়েছেন। মারা যাওয়ার সময় তিনি স্ত্রী , দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। মৃত্যুর আগে তিনি বলে যান, তার রেখে যাওয়া এ টাকা তার সন্তান ও স্ত্রীর মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে। তার এ কথা রাখা কি জরুরী?

উত্তর : তার রেখে যাওয়া ৩ লাখ টাকাকে তিনি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টনের যে কথা বলে গিয়েছেন তা কুরআন ও হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বিধায় তা পালন করা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অংশ দেয়াই জরুরী। শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পাবেন ১২.৫০% তথা ৩৭৫০০/- টাকা, দুই ভাই পাবেন ৭০.০০% তথা ১০৫০০০/- করে ২১০০০/- টাকা আর বোন পাবেন ১৭.৫০% তথা ৫২৫০০/- টাকা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৩৩. আমার স্বর্ণের কিছু চুড়ি ভাঙ্গিয়ে অন্য অলংকার বানানোর জন্য দোকানে দিয়েছি। এখন আমার কি এ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : জি হ্যা , আপনার এ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে। এর ভরি হিসাব করে মূল্যমান থেকে ২০% বাদ দিয়ে বাকীটার ২.৫% যাকাত আদায় করতে হবে।

আমির হোসেন , রহমত মঞ্জিল , হাটহাজারী রোড , চট্টগ্রাম

প্রশ্ন -৩৪. একজন আলিম বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ৯৯ টি খুন করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। কথাটি কি ঠিক? এ ধরণের কথা বলে বলে পেশাদার খুনীকে আরো বেশি খুনের দিকে উ সাহিত করা হচ্ছে নাতো ?

উত্তর : আলিম সাহেব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথাটি বলেছেন তা যথার্থই বলেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ প্রায় হাদীস গ্রন্থেই এ হাদীসটি এসেছে। মাসিক জিজ্ঞাসার জুলাই-২০১২ সংখ্যায় ‘বলুন দেখি' বিভাগে পুরো হাদীসটি সূত্রসহ বর্ণিত হয়েছে। আপনি সেখান থেকে তা দেখে নিতে পারেন। এ হাদীসে খুনীদের উ সাহিত করা হয়েছে- এভাবে না বলে আমরা যদি বলি, আমাদের সমাজের যেসব লোক জেনে বা না জেনে পাপ করে দিশেহারা হয়ে ভাবছে আমার জন্য মনে হয় সংশোধনের কোনো পথ খোলা নেই, এ হাদীস তাদের সংশোধনের পথ

উন্মুক ্তকরে দিচ্ছে , তাহলে এর বেশি বেশি প্রচার করা উচিত। মানুষ যতো বড় অন্যায় করে থাকুক না কেন, যখনই সে সঠিক পথে আসতে চাইবে তখনই তার জন্য পথ খোলা রয়েছে। সে খাটি মনে তাওবা করলে তার সকল অন্যায়ই মাযোগ্য ।

প্রশ্ন -৩৫. ফিতরা এবং যাকাতের টাকা ভেঙ্গে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে দান করতে পারব কি?
উত্তর : জ্বি হ্যাঁ। যাকাত এবং ফিতরার টাকা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে দান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। তবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে সমাজের ভেতর থেকে নির্বাচন করে খুবই গরীব কিছু লোক ঠিক করে একজন একজন করে প্রতি বছর যাকাত বা ফিতরা দেয়া এবং তাঁকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা, যাতে করে টাকাগুলো ঐ গরীব লোকটি এমনভাবে কাজে লাগাবেন যে, পরবর্তী বছরে তিনি আর যাকাত গ্রহীতার পর্যায়ে না থাকেন। আস্তে আস্তে ঐ লোকটি বরং যাকাত দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এভাবে পরিকল্প িতভাবেসমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে যাকাত বা ফিতরা আদায় করা সবচেয়ে উত্তম । ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনেকের মাঝে যাকাত আদায় না করে বরং এভাবে আদায় করা উচিত।

সাহাবুদ্দীন সজল, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
প্রশ্ন -৩৬. অনেকে বলেন, ইচ্ছা করে দাড়ি না রাখলে বা কেটে ফেললে কবীরা গুনাহ হয়। আবার লোক দেখানো দাড়ি রাখলে নাকি হবে না, একমুষ্ঠি হতে হবে। আসলে সঠিক নিয়মটি কি? দাড়ি কেটে ফেললে নবী করীম স. এর কলিজার ওপর আঘাত করা হয়- এ কথাটি কি ঠিক? আমার প্রচুর এলার্জির সমস্যা থাকায় দাড়ি একটু বড় হলেই প্রচন্ড চুলকায় এবং অনেক অস্বস্তিবোধ হয়। ঠিক তখনই আমি দাড়ি কেটে ফেলি। স্মার্টনেস এর জন্য না। এমন অবস্থায় দাড়ি কাটলে কি গুনাহ হবে কি না এবং সেটা কবীরা গুনাহের পর্যায়ে পড়বে কিনা?
উত্তর : দাড়ি রাখা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইসলামী বিধান। এ নির্দেশকে কেউ বলেছেন ওয়াজিব, আবার কেউ বলেছেন সুন্নাত । দাড়ির ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোর সারমর্ম হলো তোমরা দাড়িকে লম্বা করো । তিনি স. বলেছেন, "তোমরা গোঁফ ছোট কর এবং দাড়িকে ছেড়ে দাও" [সহীহ বুখারী : ৫৪৪৩]। অপর বর্ণনায় বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের বৈপরীত্ব করো । তারা গোঁফ বড় করে এবং দাড়ি ছোট করে। কাজেই তোমরা দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ ছোট করো । দাড়ি না রাখার ফলে যে অপরাধগুলো হয়ে থাকে তা হলো , ক. নারীদের সাথে সাদৃশ্যতা অর্জন , খ. ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান লঙ্ঘন , গ. সুন্নাতের বিরুদ্ধাচারণ এবং ঘ. ইয়াহুদী-নাসারাদের অনুকরণ। দাড়ি কেটে ফেললে নবী করীম স. এর কলিজার ওপর আঘাত করা হয়- এরূপ কোন কথা কুরআনহাদীসের কোথায়ও নেই। দাড়ি রাখলে এলার্জির সমস্যা হয় বলেছেন, আমার মনে হয় প্রথম কয়েকদিন আপনার এরূপ অবস্থা হতে পারে। পরে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। আশা ও ভয় এ দু'টির সমন্বয়ে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে

হবে। আজকে যদি বিধান থাকতো , যে দাড়ি রাখবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে আগুন এসে তাকে জ্বালিয়ে দিবে তাহলে সেটাকে ভয় করে যেভাবে প্রতিটি মানুষ দাড়ি রাখতো সেভাবেই আমাদের আল্লাহর বিধান মানা উচিত। এলার্জির ব্যাপারে আপনি ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

মরিয়ম বেগম, উত্তরা , ঢাকা

প্রশ্ন -৩৭. হাদীস থেকে জানা যায়, উম্মাতে মুহাম্মাদী ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে কেবল একটি দলই সঠিক পথে আছেন। এদিকে প্রত্যেক দলই দাবী করেন যে, তারাই সঠিক দল। সাধারণ মানুষ কিভাবে সঠিক দল চিনবে?

উত্তর : সঠিক দল কারা সেটাতো রাসূলুল্লাহ স. এ হাদীসেই বলে দিয়েছেন, যারা রাসূলুল্লাহ ও সাহাবাদের পদাংক অনুসরণ করে তথা কুরআন ও সঠিক সুন্নার প্রকৃত অনুসারী। সাধারণ মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করবে কারা কুরআন ও সঠিক সুন্নার প্রকৃত অনুসারী। যাদের মাঝে এ গুণ পাওয়া যাবে তাদের অনুসরণ করবে। মূলতঃ ইসলামী জ্ঞান সকলকেই হাসিল করতে হবে এবং ইসলামি চরিত্রও সকলকে অর্জন করতে হবে। কুরআন ও হাদীসেরজ্ঞান অর্জনের বিকল্প কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতোদিন এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে ততোদিন পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত । মুআত্তা মালিক : ৩৩৩৮। এ দু'টোকে পাথেয় বানিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন -৩৮. একা এক প্লেটে খাওয়ার চেয়ে কয়েকজন মিলে এক প্লেটে খাওয়ায় বরকত হয় এবং এক মু'মিনের ঝুটা অন্য মু'মিনের জন্য শিফা (রোগ ভালো হয়)। তা সহীহ হাদীসে আছে কিনা জানাবেন?

উত্তর : একা এক প্লেটে খাওয়ার চেয়ে কয়েকজন মিলে এক প্লেটে খাওয়ায় বরকত রয়েছে- কথাটি সঠিক। একদা এক লোক রাসূলুল্লাহ স.কে বললেন, আমরা খাই ঠিকই কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খেয়ে থাকো । কয়েকজনে মিলে এক প্লেটে খাও এবং সকলে বিসমিল্লাহ বলে খাও; তাহলে তাতে বরকত পাবে। মুসনাদ আহমাদ : ১৬০৭৮। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী, এক জনের খাবার দু'জনের জন্য , দু'জনের খাবার চার জনের জন্য এবং চার জনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট - তা জামাতবদ্ধভাবে খাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য । তবে 'মু'মিনের ঝুটা শিফা' বলে যে হাদীসটি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার কোনো ভিত্তি নেই। এটি জাল হাদীস।

নুরুল হক ভূঞা, সায়দাবাদ, ঢাকা

প্রশ্ন -৩৯. কুরআনের কোথায়ও যাকাত শতকরা ২.৫ ভাগ দিতে হবে বলা হয়নি; কাজেই এটি কিসের ভিত্তিতে

বলা হয়।

উত্তর : ইসলামের বিধানগুলো কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের সমন¦য়ে প্রবর্তিত । কুরআনে যদিও শতকারা ২.৫ ভাগের কথা বলা হয়নি কিন্তু বহু হাদীসে ৪০ ভাগের ১ ভাগের কথা বলা হয়েছে। আর ৪০ ভাগের ১ ভাগ সমান ২.৫%।

প্রশ্ন -৪০. সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রাসূলদের মধ্যে কাউকে কাউকে অপরজনের ওপর ফযীলত দিয়েছি। কিন্তু ২৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আমরা রাসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তা হলে এটা কি সাংঘর্ষিক নয়।

উত্তর : সূরা বাকারার ২৮৫ নং আয়াতে 'আমরা রাসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো , ঈমান আনার ক্ষেত্রে আমরা তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। এমন নয় যে তাদের কতেকের প্রতি ঈমান এনেছি আবার কতেককে অস্বীকার করেছি। বরং তাদের প্রত্যেকের প্রতিই ঈমান এনেছি। মর্যাদার দিক থেকে তাদের মাঝে পার্থক্য করি না- এখানে তা বুঝানো হয়নি। কাজেই আর কোনো সংঘর্ষ থাকলো না।

বাদল, রাঙ্গামাটি , চট্টগ্রাম

প্রশ্ন -৪১. আমার স্ত্রী সাত মাসের গর্ভবতী ছিল। কোনো কারণে আমি সন্তান চাইনি বিধায় ইচ্ছাকৃতভাবে কৌ শলে তার তলপেটে আঘাত করি। আঘাতের ১২/১৪ ঘন্টা পর হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। ২/৩ দিন স্বাভাবিক থাকার পর চিকি সারত অবস্থায় সন্তানটি মারা যায়। এ ঘটনার পর আমি মানুসিকভাবে নিজেকে সন্তান হত্যাকারী মনে করি এবং ৬০ দিন রোযা পালনসহ প্রায়ই তাওবার স ালাতআদায় করি। এখন আর কি কি প্রায়শ্চিত করলে আমি এই গোনাহ থেকে মুক্তি পেতে পারি?

উত্তর : আপনার আঘাতের কারণেই যে আপনার সন্তানটি মারা গিয়েছে সেটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে? আল্লাহ তাকে ২/৩ দিনের হায়াত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। তা শেষ হয়ে যাওয়ায় সে মারা গিয়েছে। জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। সুতরাং নিজেকে সন্তান হত্যাকারী মনে করে ভেঙ্গে পড়া ঠিক হবে না। তবে এটা ঠিক, আপনি যে কাজটি করেছেন সেটি মারাত্মক অন্যায় কাজ করেছেন। আমরা খুবই আনন্দিত যে, আপনি আপনার অন্যায়টি বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছেন। আপনি যেভাবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন তাই যথেষ্ট । আর বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, এ সন্তানকে আল্লাহ যেন আপনাদের জান্নাতের যাওয়ার ওয়াসীলা হিসেবে কবুল করেন।

গোলাম কিবরিয়া, ইরিকসন কোম্পানি , ঢাকা

প্রশ্ন -৪২. আমার স্ত্রীর ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। আমি এগুলোর যাকাত কিভাবে প্রদান করবো ?

উত্তর : ১০ ভরি স্বর্ণের বর্তমান মার্কেট ভেলু জেনে তা থেকে ২০% বাদ দিয়ে বাকী অর্থের ৪০ ভাগের ১ ভাগ তথা ২.৫% যাকাত আদায় করতে হবে।

মাহবুবা রহমান, বারিধারা, ঢাকা

প্রশ্ন -৪৩. যাকাতের টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে প্রদান করা যাবে কি?

উত্তর : জি না। যাকাতের টাকা মসজিদ বা মাদরাসনির্মাণের কাজে প্রদান করা যাবে না। কারণ, যাকাতের অর্থ ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে প্রদান করতে হয়। মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণের কাজে তা আদায় করলে ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করা হয় না।

প্রশ্ন -৪৪. কাজের মেয়ে বা ছেলেকে বেতন ছাড়া যাকাতের অর্থ থেকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে সাহায্য করা যাবে কি?

উত্তর : কাজের মেয়ে বা ছেলেকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না, তা বলবো না। তবে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করার পর পরে তা নিয়ে খোটা দিলে সেটা হবে বড়ই অন্যায় কাজ। অনেক সময় কাজের ছেলে বা মেয়েদের বলা হয়, তোর বিপদে তোকে এত টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম, আর তুই কিনা আমার সাথে এরূপ করলি বা তুই কিনা এখন আমার বাসার কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছিস ইত্যাদি। এরূপ খোটা দেয়া জঘন্য অপরাধ। এ অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা যাবে বলে নিশ্চিত হলে তখন কাজের ছেলে বা মেয়েকে যাকাতের অর্থ থেকে সাহায্য করা যাবে।

মোঃ শাহাদাত হোসাইন , নবাবপুর রোড , ঢাকা-১১০০

প্রশ্ন -৪৫. কিছু লোক কুরআনের আয়াত ‘ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসীলা' উল্লেখ করে বলে, ওয়াসীলা মানে পীর, বুযুর্গ ধরা। তারা আরো বলে, বিপদ, মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট দূর করার ও আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব ওয়াসীলার সাহায্য নিতে হবে। এ বিষয়ে ইসলামেরদৃষ্টিভংগি কী?

উত্তর : কুরআনের আয়াতে ওয়াসীলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়'। অর্থা আল্লাহ আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করা। তাহলে আয়াতের অর্থ হয় ‘আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য তোমরা উপায় খুঁজতে থাকো । এর দ্বারা পীর বা বুযুর্গ ধরা অর্থ নেয়া মোটেই ঠিক নয়।

কারও অসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হবে এরকম ধারণা আসলেই সঠিক নয়। আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার সুবিধা রয়েছে আমাদের। আমরা যার অসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে

চাইবো , তার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ আমাদেরকে। বিপদ, মুসীবত দুঃখ-কষ্ট দূর করার মতা রাখেন কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং অসীলা দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কিয়ামতের কঠিন দিনে নবী রাসূলগণ আল্লাহ কাছে সুপারিশ করার অপারগতা প্রকাশ করবেন। কেবলমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে অনুমতি প্রদানের পর তিনি তাঁর উম্মাত অর্থা আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ আমাদের বাধ্য করেননি বা শর্ত দেননি কারও মাধ্যমে তাঁর কাছে চাওয়ার বা যাবার। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোনো দেয়াল নেই বা কোনো মাধ্যম নেই। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, “আমি তাদের নিকটেই আছি, আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই” [সূরা বাকারা : ১৮৬]। আমি যখনই আল্লাহর স্মরণ করব তখনই আমি আল্লাহকে পেয়ে যাবো । আল্লাহ এবং বান্দার সম্পর্ক সরাসরি। যারা মূর্তি পুজারী তারা কিন্তু এ ধরনের কথা বলে থাকে যে, আমরা আসলে মূর্তির মাধ্যমে ভগবানকে পেতে চাই। মাটির মূর্তি কেবলই একটি মাধ্যম । তেমনি আমরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর চাইতে রাসূলকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং রাসূলের চাইতে পীরকে আরও বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকি, যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে। আর শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করেন না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই একমাত্র অনুসরণ করতে হবে, অন্য কাউকে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনই হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ । কোনো পীর এর চাইতে ভালো কোনো কিছু দিতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, “আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি । একটি হচ্ছে কুরআন মাজীদ এবং অন্যটি আমার সুন্নাহ । এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরলে আর কিছুর প্রয়োজন নেই” [মু‘আত্তা মালিক : ১৫৯৪]।

প্রশ্ন -৪৬. অনেক বিয়েতে বিশাল অংকের মোহরানা ধার্য করা হয়, যা পরিশোধ করা হয় না, অনেক সময় তা পরিশোধ করা ছেলের সাধ্যাতীত থাকে। ধার্যের সময় বলা হয়, মোহরানা দেয় বা কে, নেয়ই বা কে? তবে বংশ মর্যাদা অনুযায়ী বড় অংকের মোহরানা ধার্য করতে হবে। এটা কি বৈধ?

উত্তর : মোহরানার পরিমাণ হবে বর ও কনে উভয়ের আর্থ -সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । মোহরানা যেন বরের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব এবং কনের সামাজিক সম্মানের সাথেসঙ্গতিপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামর্থ্য থাকা সত্বে মোহরানা কম ধার্য করা অথবা সামর্থ্য নেই কিন্তু মোহরানা বেশি ধার্য করা কোনোটাই ঠিক নয়।

মোহরানা একান্তই কনের পাওনা এবং মোহরানা ধার্য করার জন্য নয়, প্রদান করার জন্য । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা আনন্দিত চিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করো । সূরা ৪ নিসা, আয়াত-৪। মোহরানা পরিশোধ না করা বা

শুধুমাত্র ধার্য করার জন্য ধার্য করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে পরিশোধ না করে স্ত্রীর কাছে তা মাফ চাওয়াও বৈধ নয়। এরূপ মাফ করালে তা জায়িযহবে না। স্ত্রী মাফ না করলে মোহরানা আদায় ছাড়া স্বামী মারা গেলে সে ব্যভিচারী হয়ে কিয়ামতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাশেদা বেগম, চট্টগ্রাম

প্রশ্ন -৪৭. মাসিক চলা অবস্থায় কুরআনের টেক্সট নেই শুধু অনুবাদ রয়েছে এরূপ অনুবাদ গ্রন্থ পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : জি হ্যাঁ , কুরআনের টেক্সট নেই এরূপ অনুবাদ গ্রন্থ মাসিক চলা অবস্থায় পড়া যাবে। কারণ, তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর নিষেধ হলো , কুরআনের টেক্সট স্পর্শ করা বা তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করা।

প্রশ্ন -৪৮. গতকাল আমাকে এক আলিম সাহেব বলেন, ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না; কথাটি কি সঠিক?

উত্তর : ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাতের বিষয়ে সাহাবীদের যুগ থেকেই মতভেদ চলে আসছে। এ বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে, এক. ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না। দুই. যাকাত দিতে হবে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো ব্যবহৃত স্বর্ণেরও যাকাত দিতেহবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, যারা স্বর্ণ -রূপা পুঞ্জিভুত করে এবং এগুলোর যাকাত বা হক দেয় না তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের শরীরে সেক দেয়া হবে। এ আয়াতে আল্লাহ ব্যবহৃত ও ব্যবসায়ী স্বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করেননি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ স.-এর আমল ছিল, ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত প্রদান করা। তিনি আয়েশা রা.কে বলেন, স্বর্ণের যাকাত না দিলে তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এ স্বর্ণই যথেষ্ট । অপর বর্ণনায় রয়েছে, এক কন্যার হাতে স্বর্ণের মোটা দু'টি চুড়ি দেখে নবীজী তার মাঝে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত দাও। সে বলল না। নবীজী বললেন, তুমি কি চাও যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতে দিন জাহান্নামের আগুনের দু'টি চুড়ি পরিধান করান। সে চুড়ি দু'টি খুলে রাসূলুল্লাহ স.কে দিয়ে বলল, এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য । সুনান নাসয়ী : ২৪৭৯। কুরআন ও হাদীসের এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে।

নাসিমা উবায়দুল্লাহ , গুলশান, ঢাকা

প্রশ্ন -৪৯. আমার দু'টি ফ্ল্যাট রয়েছে, একটিতে আমি থাকি আর অপরটি ভাড়া দিচ্ছি । যেটা ভাড়া দিচ্ছি সেটার যাকাত কিভাবে দিব?

উত্তর : যে ফ্ল্যাটটি আপনি ভাড়া দিচ্ছেন তার ভাড়া থেকে যদি আপনার নিকট যাকাতের নিসাব পরিমাণ টাকা জমে এবং সেটার মেয়াদ এক বছর পূর্ত হয় তাহলে সে টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করবেন। ফ্ল্যাটের মূল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে না।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৫০. যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসায় কিতাব ক্রয় করে দেয়া যাবে কি?
উত্তর : জি না। যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসায় কিতাব ক্রয় করে দেয়া যাবে না। যাকাত আদায়ের শর্ত হলো এর হকদারকে এর মালিক বানিয়ে দেয়া। মাদরাসায় কিতাব ক্রয় করে দিলে তা মাদরাসায় ওয়াকফ হয়ে যায়, কারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকে না। তাই যাকাত আদায় হবে না। এক বা একাধিক ছাত্রকে কিতাব কিনে দিলে তাতে যাকাত আদায় হবে।

এই বিভাগে আপনিও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন
প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা : মাসিক জিজ্ঞাসা , বাড়ী নং-১৫, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর -৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০